নূরে খোদা রহমতে আলম

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]

বা

ঈমান ভান্ডার

[প্রথম খন্ড]

pdf by : Mohammad Abdul Awal
সকলের নিকট
দু'আ প্রার্থী
Mobile : 01745-335634

আল্লামা আকবর আলী রেজভী
সুন্নী আল-ক্বাদরী

নূরে খোদা
রহমতে আলম

(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)

বা

ঈমান ভান্ডার

(১ম খন্ড)

প্রণীতঃ

মোজাদ্দেদে জামান, মুহিউস সুন্নাহ, পীরে কামেল

আল্লামা শেরে গাজী আকবর আলী রেজভী

সুন্নী আল্-ক্বাদরী সতরশীর, নেত্রকোণা।

দ্বিতীয় প্রকাশনায়

খাদেম নজরুল ইসলাম রেজভী

খাদেম নাছির উদ্দিন রেজভী

দ্বিতীয় প্রকাশনায় ঃ ◗ খাদেম নজরুল ইসলাম রেজভী ।
◗ খাদেম নাছির উদ্দিন রেজভী ।

প্রথম প্রকাশ কাল ঃ ১লা চৈত্র, ১৩৭৭ বাংলা ।

দ্বিতীয় প্রকাশ কাল ঃ ১০ফাল্গুন, ১৪১৮বাংলা ৫২তম ওরছ মোবারক।
২২ ফেব্রুয়ারী, ২০১২ খ্রিঃ, রোজ-বুধবার ।

প্রুফ ঃ মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন রেজভী
বি,এস,এস (সম্মান) এম,এস,এস, কসবা, বি-বাড়ীয়া।
০১৭২২-৪৩৩৭৩৭

কৃতজ্ঞতায় ঃ ❖ মুফ্‌তি মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী রেজভী,
খলিফা রেজভীয়া দরবার শরীফ।
❖ আবুল কাশেম রেজভী, পালপাড়া, কুমিল্লা।
❖ তাজউদ্দিন মাষ্টার, কুতুবনগর, কুমিল্লা।
❖ শামীম হোসেন রেজভী, কুতুবনগর, কুমিল্লা,
০১৭৬১-৭০০০৫৭।

গ্রন্থসত্ত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত ।

শুভেচ্ছান্তে ঃ সালমা আক্তার (রুনা) ।
জান্নাতুল ফেরদাউস (উর্মি)।

হাদিয়া ঃ ৫০/= (পঞ্চাশ) টাকা ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ ✍ রেজভীয়া দরবার শরীফ, নেত্রকোণা।
✍ রেজভীয়া খানকা শরীফ, কুতুবনগর, কুমিল্লা।
✍ ঢাকা মহানগর খানকা-ই রেজভীয়া, শ্যামপুর,ঢাকা।
✍ খাদেম মোস্তফা রেজভী, ০১৭১২-৫৮২৩৫৪।
✍ খাদেম নজরুল ইসলাম রেজভী, ০১৭২০-৩০৪৩৮৪।
✍ খাদেম নাছির উদ্দিন রেজভী, ০১৭৩২-০০৯৮৩৫।

মুদ্রণে ঃ **আয়শা প্রিন্টার্স এন্ড ডিজাইন**
চান্দিনা প্লাজা, নীচ তলা, নিউমার্কেট, কুমিল্লা,
০১৮১৮-০৫৩০৫৮, (ছাদেক রেজভী) ০১৯১৮-৬২১৯৭৪।

উৎসর্গ

যাদের মেহেরবাণীতে এই
পৃথিবীর আলো বাতাস
দেখেছি, শ্রদ্ধেয় পিতা-
মোখলেছুর রহমান রেজভী
ওরফে জিকির আলী, মাতা-
নাছিমা আক্তার রেজভী এবং
মরহুম শ্রদ্ধেয় পিতা-
মোহাম্মদ দুলু মিয়া
(পুলিশ), মাতা-জামেলা
খাতুন কে।

ইতি,
প্রকাশক

খাদেম নাছির উদ্দিন রেজভী
মোবাইল ঃ ০১৭৩২-০০৯৮৩৫

খাদেম নজরুল ইসলাম রেজভী
মোবাইল ঃ ০১৭২০-০৩৪৩৮৪

দু'টি কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম।

মহান আল্লাহর দরবারে লক্ষ লক্ষ শোকরিয়া এবং যাঁর কারণে এ সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেই দয়াল নবীজির উপর কোটি কোটি দরূদ ও সালাম জানাই। আমাদের মুর্শিদ কেবলা আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল্-কাদেরীর অমর রত্ন,উক্ত কিতাবখানা পাকিস্তান আমলে লিখিত। এই কিতাবে দয়াল নবীজির শান-মানের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। যা বর্তমান ফেৎনার যুগে খুবই প্রয়োজন। এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সর্বাগ্রে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন শাহানা নিজাম রেজভী। নবী প্রেমিকদের জন্য বইটি পরম ধন। প্রথম প্রকাশিত বইটির দুর্লভতার জন্য মুর্শিদ কেবলার অনুমতিক্রমে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। একটি কথা বলতেই হয়, এই কিতাবখানা প্রকাশে আমাদের ডান হাত হিসাবে কাজ করেছেন, যে নিঃস্বার্থ ভাবে দশটি বছর গোলামী করে মুর্শিদ কেবলার শহীদ উপাধি পেয়েছেন, "শহীদ খাদেম শামীম হোসাইন রেজভী" এর ছোট ভাই এবং রেজভীয়া দরবারের খলিফা মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ রেজভী এর সুযোগ্য পুত্র মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন রেজভী। আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ। এই অমূল্য কিতাব খানা সংগ্রহ করে যদি আপনাদের হৃদয়ে নূর নবীজির প্রতি প্রেম ভালবাসা বৃদ্ধি পায় আর এতে যদি পরকালে নাজাত লাভ করেন ,তবেই আমাদের প্রচেষ্টাকে স্বার্থক মনে করব। আল্লাহ আপনাদেরকে ইহ কালের শান্তি ও পরকালের মুক্তি দান করুন। আমীন।

বি.দ্রঃ মুদ্রণ জনিত ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, আমাদেরকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করব এবং আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকব।

ইতি,

প্রকাশক।

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلوة والسلام على رسوله محمد واله واصابه اجمعين اما بعد

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاء كم من الله نورو كتاب مبين-

নিশ্চয়ই আসিয়াছেন তোমাদের নিকটে আল্লাহর পক্ষ হইতে নূর এবং উজ্জ্বল কিতাব। প্রিয় মুসলমান ভাই উপরে উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁহার দোস্ত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নূর বলিয়াছেন। সমস্ত মুফাচ্ছিরিনে কেরাম নূর শব্দটির অর্থ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন। এই হেতু আল্লামা ইসমাইল হাক্কী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) তফসিরে রুহুল বায়ানে লিখিয়াছেন- (প্রথম খন্ড-৫৪৮)

قيل المراد بالاول هو الرسول صلى الله عليه وسلم وبا الثانى القران-

অর্থাৎ-বলাগিয়াছে যে প্রথম নূর শব্দটির অর্থ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

২য় কিতাবুম মুবিনের অর্থ কোরআনে কারীম। ভাইজানেরা দরুদ শরীফ পড়ুনঃ

الصلواة والسلام عليك يارسول الله يانور الله-

আমার দরুদ ও সালাম আপনার উপরে, হে আল্লাহর নূর, মুহাম্মদ রাসুল-

উক্ত তফসিরে রুহুল বায়ানে কিছুটা দূরে গিয়া আরও লিখেন ঃ

سمى الرسول نور الان اول شئ اظهره الحق بنور قدرته من ظلمة الحدم كان نور محمد صلى الله عليه سلم كما قال اول ما خلق الله نورى-

অর্থাৎ-আল্লাহ তায়ালা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম রাখিয়াছেন নূর। এইজন্য যে আল্লাহ তায়ালা নিজের কুদ্রতের নূর দ্বারা সর্ব প্রথম আল্লাহ তায়ালা আমার নূর সৃষ্টি

করিয়াছেন। তফসিরে রুহুল বায়ান ১ম খন্ড ৫৪৮পৃষ্ঠা। তবে জানা গেল যে আমাদের হুজুর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ তায়ালা নূর বানাইয়া পাঠাইয়াছেন। এবং নূর বলিয়াছেন ও আমাদের নিকটে যে নূর আসিয়াছে ইহাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

الصلوة والسلام عليك يارسول الله الصلوة والسلام عليك يا رسول الله بانور الله–

আমার দরূদ ও ছালাম হে আল্লাহর নূর। মুহাম্মদ রাসুল, বন্ধুগণ অন্ধকার এমন একটি জিনিস যে, মানুষ স্বাভাবিক ইহাকে ভয় করিয়া থাকে। সে জন্যই কোন মানুষ অন্ধকারে কোথাও যাইতে হইলে তাঁহার যে অবস্থা দাঁড়ায়, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। এই জন্য মানুষ দুনিয়াতে বিভিন্ন প্রকারে আলো বা বাতির ব্যবস্থা করিয়াছে। যথা ঃ চেরাগ, হারিকেন, লাইট, বিজলী ইত্যাদি। এই সমস্ত শুধু অন্ধকার দূর করিবার জন্য তৈয়ার করা হইয়াছে। তদ্রুপ, রুহানী অন্ধকার ও একটি আছে। আমাদের হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় আসিবার পূর্বে শুধু আরবেই নয় বরং সমস্ত দুনিয়ায় এবং চতুরদিকে অন্ধকারই অন্ধকার ছিল। আল্লাহ-তায়ালা সৃষ্টির এই অবস্থার প্রতি অতি দয়াবান হইয়া অন্ধকারকে দূর করিবার জন্য ছাইয়্যেদুল আম্বিয়া হুজুর পুরনূর মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করিয়াছেন। হুজুর দুনিয়া আসাতে সমস্ত জাহান আলোকিত বা উজ্জ্বল হইয়াছে। এবং দুনিয়া অন্ধকার হইতে মুক্তি পাইয়াছে। বন্ধুগণ, অন্ধকারে বিভিন্ন প্রকার বিপদের সম্মুখীন হইতে হয় । রাত্রে কোথায়ও যাইতে হইলে সর্প, বিচ্ছু, বাঘ, ভাল্লুক ইত্যাদি, ফলকথা শত শত আপতবালা হইতে বাচিবার জন্য বিভিন্ন প্রকারে আলো বাতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই আলো অন্ধকারের আপত বিপদ হইতে রক্ষা করে। তবে যদি আমাদের হাতে তৈরী বাতি আপদ বিপদ হইতে আমাদিগকে বাঁচাইতে পারে, তাহা হইলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের তৈরী নূর অর্থাৎ আলো। এই নূরে পাকে আমাদিগকে যাবতিয় মুশকিল ও আপদ বিপদ হইতে কেন রক্ষা করিতে পারিবেন না । দরূদ শরীফ পাঠ করুনঃ الصلواة والسلام عليك يا دافع البلنا

বন্ধুগণ, সকলেই জানেন যে, চোর সর্বদাই অন্ধকারকে ভালবাসে। চোরের ইচ্ছা থাকে যে বাতি নিভানো থাকুক এবং তাঁহার কাজ চলুক। কিন্তু যাহারা সরল ও নেককার মানুষ তাঁহারা আলোর রাত্রিকে পছন্দ করে। বন্ধুগণ, এখন নিজেই চিন্তা করেন, আমাদের নবী হুজুর পুরনূর

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যাহার নূর বলিয়া মানিতে চায় না তাদের কি ইচ্ছা, তাদের ইচ্ছা যে আলো বাতি বন্ধ থাকুক এবং তাদের কাজ চলুক। কিন্তু ইহা কখনও হইতে পারে না। কেননা আল্লাহ পাক নিজেই কোরআন মজিদে বলিয়াছেন ঃ

يريدون ليطفيــونور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون

অর্থ ঃ-তাঁহারা চায় যে আল্লাহর নূরকে মুখে ফুকদিয়ে নিবাইয়া ফিলিবে। এবং আল্লাহ পাকের ইচ্ছা যে তাঁহার নূরকে পূর্ণ উজ্জল রাখিনে, যদিও কাফেরগণ অপছন্দ করে। বন্ধুগণ, যে নূরকে আল্লাহ নিজে আলোকিত ও উজ্জল রাখিবেন এই নূরকে কে নিবাইতে পারে ?

نــور خداهــے کــفر کــے حرکت یه خندزن

هو نکون ســے یــه جراغ بجایا نه جاعــے کا

বন্ধুগণ, উক্ত আয়াতে কারিমায় আল্লাহ পাক যে নূরের কথা বলিয়াছেন, ইহা ঐ নূরে পাক যাহা সমস্ত সৃষ্টির সর্ব প্রথম সৃষ্টি

হইয়াছে। এই হেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত জাবের (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ইয়া রাসুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাক সকল সৃষ্টির সর্ব প্রথম কি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তখন হুজুর বলেছেন।

ياجابران الله تعالى خلق قبل كل الاشياء نور نبيك من نوره ولم يكن فى ذالك الوقت لوح ولا قلم ولاجنة ولا نار ولا ملك ولا سمـــاء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس-

হে জাবের আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রথম তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আপন নূর হইতে; যে সময় লৌহ, কলম, বেহেশত দোযখ, আসমান, ফেরেস্তা, জমিন, সূর্য,চন্দ্র, জ্বিন ও মানব কোন কিছু ছিল না। এই হাদিসের দ্বার প্রমাণ হইল যে, আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নূরে পাক সকল সৃষ্টির সর্ব প্রথম সৃষ্টি হইয়াছে। তিঁনির পূর্বে আর কোন কিছু সৃষ্টি করা হয় নাই। বন্ধুগণ হাদিসের মধ্যে যে من نوره মিননূরীহি বলা হইয়াছে ইহাতে প্রমাণ হয় যে, হুজুর পাকের নূর আল্লাহ পাকের নূর হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহাতে হুজুরে পাকের নূরকে আল্লাহ পাকের নূর হইতে সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অমান্য কারিরা; প্রশ্ন করিয়া থাকে যে, তাহা হইলে তো আল্লাহর নূর কমিয়া গিয়াছে। কেননা আল্লাহর নূর হইতে কিছু অংশের দ্বারা মুহাম্মদ মোস্তফাকে বানানো হইয়াছে। এই প্রশ্নে মুর্খতার পরিচয় হয়। হুজুরকে নূর বলিয়া অমান্য কারিগণ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কেবল দুর্নাম করিয়া থাকে, যে সুন্নাতুল জমায়াত বলে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নূর । نعوذ بـــالله আল্লাহর পানা চাই ইহা কি হইতে পারে? যে আল্লাহর নূরের অংশ হইবে ? আল্লাহর নূর কখনো বন্টন হইতে পারে না। বরং আমাদের তো ঈমান যে

আল্লাহর নূর আজলী আবাদী, কখনো বন্টন হইতে পারে না। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহু পাকের নূর হওয়ার উদ্দেশ্যে এই যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নূরের জ্যোতি। এই মর্মে একটি মিছাল পেশ করিতেছি যথা ঃ একটি আয়না এবং তার প্রতিফলিত রশ্মি বা প্রতিচ্ছায়া। এখন বলুন তো প্রতিফলিত রশ্মি বা প্রতিচ্ছায়ার সৃষ্টি যে আয়না হইতে তাহা সকলেই বলিবেন কিনা। তবে কি ইহার অর্থ এই হইবে যে, আয়না টুকরা টুকরা হইয়া আসিয়া প্রতিফলিত রশ্মি হইয়াছে, এই অর্থ কেহই নিতে পারিবে না। বরং সকলেই বলিবেন যে, ঐ প্রতিচ্ছায়া আয়না হইতেই। তবে হুজুরে পাকের নূর আল্লাহ পাকের নূর হইতে। ইহার অর্থ এই যে, হুজুরে পাকের নূর আল্লাহ পাকের নূরের তাজাল্লি বা জ্যোতিঃ এবং ঐ নূরের প্রতিফলিত রশ্মি। বন্ধুগণ, আমাদের ঈমান হুজুর না আল্লাহ, না আল্লাহ হইতে জুদা।

যে খোদা বলিবে, সে মুশরেক। এবং যে জুদা বলিবে, সে বেঈমান। এখন বলিতে পারেন যে, এই কথাটি বুঝে আসে নাই, না খোদা, না খোদা হইতে জুদা। এক্ষেত্রে আমি বলি যে, ঐ আয়না এবং তাঁহার প্রতিফলিত রশ্মির কথাটি সামনে রাখেন এবং দেখেন আয়না নিজে প্রতিফলিত রশ্মি নয় এবং প্রতিফলিত রশ্মি হইতে জুদা ও নয়। এক্ষণে যদি ছায়া বা আলোকে আয়না বলা যায়, তবে ছায়াতে ঢিল মারিলে আয়না ভাঙ্গিয়া যাইত। যখন আয়না ভাঙ্গিল না, তখন ছায় আয়না হইতে পারে না। কিন্তু আয়না হইতে জুদা ও না। এক্ষণে যদি উক্ত ছায়াকে জুদা মানা হয়, তবে আয়না ঘরে নেন, দেখেন ছায়া বাহিরে থাকে কিনা। আয়ানা বাহিরে আনেন, দেখেন ছায়া ঘরে থাকে কিনা। না থাকেনা। বরং যেথায় আয়না সেথায় ছায়, যেথায় ছায় সেথায় আয়না। তদ্রুপ, জানিয়া

রাখিবেন, হুজুরের পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম না খোদা, না খোদা হইতে জুদা।

محمــــد مصطفى خداهين = خداسے جدا بھــى هيــن

বরং যেথায় খোদা সেখায় মোহাম্মদ মোস্তাফা এবং যেথায় মোস্তাফা সেথায় খোদা।

تم ذات جداسے نــه جدا هــو نــه خدا هو
الله هى كــو معلوم هــے كيا جا نــے كيا هــو

ইয়ারাসুল্লাহ! আপনি জাতে খোদা হইতে জুদা না, খোদা ও না। আল্লাহই জানেন, আপনি কে এবং কি?

বন্ধুগণ, এই স্থানে আরও একটি কথা জানা গেল যে, প্রতিফলিত রশ্মি দেখিয়া জানা যায় এখানে আয়না আছে। দেখুন এই রৌদ্র সূর্যের আলো। আমরা রৌদ্র দেখিয়া জানিতে পারি যে, নিশ্চিয়ই সূর্য উদিত হইয়াছে। যদি রৌদ্র না থাকে তবে বুঝা যায় যে, সূর্য উদয় হয় নাই। তদ্রুপ, হুজুরকে দেখা মাত্রই প্রমাণ হয় যে আল্লাহ আছেন। যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আছেন, তবে আল্লাহর পরিচয় ও আছে। যদি হুজুর না হইতেন, তবে আল্লাহর পরিচয় হইত না। দরূদ শরীফ পড়ুন ঃ

اسے رخوى فيض هى احمــد يلك كا+ ورنه تم كيا سمجها خداكون هى
الصلواة والسلام عــليك يا نور الله+ الصلواة والسلام عليك يــــارسول الله
الصلواة والســــلام عليــكم يا حبيب الله .

বন্ধুগণ, এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, হুজুর আল্লাহর নূর। হুজুর আল্লাহর নূর হওয়ার কি উদ্দেশ্য? এক্ষণে, ঐ প্রশ্নকারী ও নূর অমান্যকারীগণ যে বলে, হুজুরকে আল্লাহর নূর হইতে যদি মানা হয় তবে আল্লাহর নূর কমিয়া যায়। এখন নিজেই মীমাংসা করুন যে, তাঁহারা কত বড় মুর্খ। তওবা, তওবা। বন্ধুগণ, এক্ষেত্রে আমার একটি কথা মনে হইল-কোন এক স্থানে হুজুরকে নূর বলিয়া

অমান্য কারী এক মৌলভী সাহেব ওয়াজ করিয়াছিলেন যে, হে মুসলমান ভাইগণ, দেখুন, টাকা ষোল আনায় হয়, যদি চার আনা বাহির করিয়া নিয়া আসা হয়, তবে কি ইহাতে ষোল আনাই থাকিবে? তখন উপস্থিত জনগণ উত্তর দিলেন, না কমিয়া যাইবে। মৌলভী সাহেব বলিলেন, দেখুন, তদ্রুপ হুজুরকে যদি আল্লাহর নূর মানা হয় তবে, আল্লাহ ষোল আনা অর্থাৎ পূর্ণ থাকেন না, করিয়া যান। তখন উপস্থিত জনগণের মধ্য একজন দাঁড়াইয়া বলিলঃ মৌলভী সাহেব, এত লম্বা গল্প মারিবেন না। দেখনু আমার একটি কূপ হইতে ৩০ বৎসর অনবরত পানি উঠানো হইতেছে। অথচ হাজার হাজার বালতি পানি দৈনন্দিন ক্ষেত, খিরালিতে দেওয়া হইতেছে। কিন্তু উক্ত কূপের পানি তো কমে নাই । বরং যেই সেই। তবে হুজুর আল্লাহর নূর হইতে হইলে, কেমন করিয়া আল্লাহর নূর করিয়া যাইবে। হে মৌলভী সাহেব, আল্লাহর নূরকে কি কূপের পানির চাইতেও কম মনে করিয়াছেন ? যে এক মোহাম্মদ মোস্তফা হইলে আল্লাহর নূর কমিয়া যাইবে। نعوذ بالله نعبوذ بالله তখন মৌলভী সাহেব চুপ হইয়া গেল, কোন উত্তর করিল না। ঐ জওয়াবদাতা ব্যক্তি তাঁহার জ্ঞান অনুযায়ী জওয়াব দিয়াছে। কিন্তু আসল কথা এই যে, যাহা পূর্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ আমরা হুজুরকে নূর বলি, ইহার উদ্দেশ্য এই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নূরের তাজাল্লি। বন্ধুগণ, অন্য এক স্থানে আল্লাহ পাক হুজুরে পাককে ছিরাজুমমুনীর অর্থাৎ উজ্জ্বল চেরাগ, বলিয়াছেন।

يايـــها النبى انا ارسلنك شاهداو

مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنـــه وسراجامنيرا .

অর্থ- আল্লাহ-তায়ালা বলেন, হে প্রিয় নবী, আপনাকে স্বাক্ষী বানাইয়া এবং সুসংবাদ দিবার জন্য ও ভয় দেখাইবার জন্য এবং

আল্লাহর আদেশে আল্লাহর পথে ডাকিবার জন্য উজ্জ্বল চেরাগ বানাইয়া পাঠাইয়াছি।

মোফাচ্ছেরীনে কেরামগণ লিখিয়াছেন যে, খোদা তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যে ছেরাজুম মুনীর বলিয়াছেন ইহার এক কারণ এই যে,

ان السراج الواحد يوقد منـــه الف سراج ولا ينقص من نوره شيئ وقد اتفق اهل الظاهر والشهود على ان الله تعالىٰ خلق جميع الانبياء من نـــور محمد ولم ينقص من نوره شيئ-

(তফসীরে রুহুল বয়ান তৃতীয় খন্ড ১২৯পৃ.), একটি চেরাগ হইতে হাজার চেরাগ জ্বালানো যায়। ইহাতে প্রথম চেরাগটির আলো কমেনা। এই কথাটিতে সমস্ত জাহের ও বাতেন অর্থাৎ শরীয়ত পন্থী ও মারেফত পন্থী সকলেরই একমত যে, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত নবী গণকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নূর দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং হুজুরে পাকের নূরের মধ্যে সামান্য ও কম হয় নাই । হযরত মাওলানা রুমী আলাইহিল রাহমাত বলিয়াছেন ঃ

كفت طوبى من رانى مصطفـــا + والذى بينى لمن وجهى رأى

অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি আমাকে দেখিয়াছেন এবং সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি আমার ছাহাবীদিগকে দেখিয়াছেন।

جـــون جراغ نور شمع را كشيد+ هركه ديد ان را يقين ان شمع ديد

অর্থাৎ-যে অবস্থায় একটি বাতি হইতে অন্য একটি বাতিতে আলো আনা হয় এবং যে ব্যক্তি শেষের বাতিকে দিখিয়াছেন, সে যেন নিশ্চয়ই প্রথম বাতিটিই দেখিয়াছেন।

همچنين تاصد جراغ ازنقل شد + ديدن اخر لقاء اصل شد

তদ্রুপ, একের পর অন্য শত শত চেরাগ জ্বালানো হয়, তবে একেবারে শেষের চেরাগের আলোটি, প্রথম চেরাগেরই আলো। যে ব্যক্তি শেষের চেরাগটি দেখিয়াছেন, সে যেন প্রথম চেরাগেরই আলো দেখিয়াছেন। বন্ধুগণ. মাওলানা রুমী আলাইহি রাহমাতের উদ্দেশ্য এই যে, সমস্ত নবীগণ এবং অলীগণ ঐ নূরে মোহাম্মদী হইতে উপকৃত হইয়াছেন এবং নূরে মোহাম্মদী ঐ বাতি যাহার দ্বারা সমস্ত বাতির আলোকিত হইয়াছে-দরুদ শরীফ পড়ুনঃ

الصلاوة والسلام عليك يانور الله +الصلواة والسلام عليك يارسول الله
الصلواة والسلام عليك يا حبيب الله

বন্ধুগণ,হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নূর বরং نور على نور নূরুল আলা নূর। অতি উত্তম নূর। কিন্তু যাহারা হুজুরকে তাদে মত মানুষ মনে করে, তাঁহারা অন্ধলোক। তাঁহারা কেবল বাহ্যিক নজরে হুজুরকে দেয়িাছেন। এই দেখা না দেখার মত। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

وتراهم ينظرون اليك وهم لايبصرون

এবং আপনি তাহাদিগকে দেখেন যে, তাঁহারা আপনাকে দেখিতেছে অথচ তাঁহারা কিছুই দেখে না । মোফাচ্ছেরীনে কেরাম গণ লিখিয়াছেন যে, সুলতান মাহমুদ গজনবীর একটি ঘটনা- একদিন সুলতান মাহমুদ গজনভী আবুল হাছান খারকানী আলাইহি রাহমাতের খেদমতে হাজির হইলেন। তখন শুনিলেন বায়েজীদ বোস্তামী রাহমাতুল্লাহ আলাইহের আলোচনা হইতেছিল। তখন সুলতান মাহমুদ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বায়েজীদ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কোন দরজার অলী ছিলেন? তখন হযরত আবুল হাছান খারকানী বলিলেন যে, هو رجل من راه اهتدى তিনি এমন একজন লোক, যে একবার তিনিকে দেখিয়াছে, সে হেদায়েত হইয়াছে। তখন সুলতান মাহমুদ বলিলেন যে, হুজুর, আবু

জেহেলে তো হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কত বারই দেখিয়াছে, কিন্তু হেদায়ত হইল না। তখন হযরত আবুল হাছান খারকানী উত্তর দিলেন যে-

انـــه ما رأى رسول الله وانما رأى محمد ابن عبد الله يتيم ابى طالب

আবু জাহেল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখে নাই। সে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আবু তালেবের এতিম কে দেখিয়াছে। অর্থাৎ-ঐ বেঈমান আবু জাহেল হুজুরে পাককে শুধু বাহ্যিক নজরে দেখিয়াছিল এবং শুধু মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাকে দেখিয়াছিল ও তাঁহার মত একজন মানুষ দেখিয়াছিল। কিন্তু যদি ঐ বেঈমান হুজুরকে ঈমান ও মহব্বতের নজরে দেখিত, তবে নূর দেখিত এবং তাঁহার দিল নূরে নূরানী হইয়া যাইত।

انكهه والا تيرى جوبن كاتماشا ديكهى ديده كوركو كيا نظرا كياد يكهى

বন্ধুগণ,জানিতে পারিয়াছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নূর । সকল সৃষ্টির প্রথম সৃষ্টি এবং ঐ সময় জমিন-আসমান লৌহ-কলম, আরশ-কুরছি, জ্বিন-ইনসান, ফেরেশতা কিছুই ছিলনা। তারজন্য হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে হাদীস আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা জিব্রারাঈল আমীনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে জিব্রাইল, তোমার বয়স কত ? জিব্রাঈল উত্তর করিলেন, আমি জানিনা। তবে এতটুকু আমার জানা আছে যে,

ان فى الحجاب الرابع نجما يطلع فى كل سبعين الف سنته مرة رايته اثنتين وسبيعين الف مرة-

৪র্থ আকাশের মধ্যে একটি নক্ষত্র উদয় হইত ৭০ হাজার বৎসরের মধ্যে একবার, আমি ঐ নক্ষত্রটিকে আমার জীবনে ৭২ হাজার বার উদয় হইতে দেখিয়াছি। তবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিলেন-

وعزتى ربى انا ذالك الكواكب

আমি আমার আল্লাহর কছম দিয়া বলি, আমিই ঐ নক্ষত্র ছিলাম। তফসীরে রুহুল বয়ান প্রথম খন্ড ৯৭৪ পৃষ্টা দেখুন, জিব্রাঈল তাঁহার ধারণা অনুযায়ী বহু বেশী বয়স তাঁহার হইয়াছ বলিয়া প্রকাশ করিলে, হুজুরে পাকের উত্তর শুনিয়া জানিতে পারিলেন যে, হুজুর পাক আমার চাইতেও বহু পূর্বে সৃষ্টি হইয়াছে। বন্ধুগণ,হযরত আদম

আলাইহিচ্ছাল্লাম যিনি সমস্ত মানব জাতির পিতা, সমস্ত মানবের প্রথম মানব। যার আগে আর মানব সৃষ্টি করা হয় নাই। তিনির সম্বন্ধে হযরত ঈমাম কাছতালানী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে শারেহ বোখারী মাওয়াহেব লাদুনিয়া নামক কিতাবে লিখিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদাম আলাইহিচ্ছাল্লামকে বানাইয়া আদেশ করিরেন হে আদম আলাইহিচ্ছাল্লাম, তুমি মাথা উপরের দিকে উঠাও

نرفع راسه فراى نور محمد صلى الله عليه وسلم فى سرادق العرش فقال يارب ما هذا النور قال هذا نور نبى من ذريتك اسمه فى السماء احمد وفى الارض محمد لو لاه ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا ارض-

(কিতাব মাওয়াহেব লাদুনিয়া প্রথম খন্ড ৯ পৃষ্ঠাঃ) তখন আদম আলাইহিচ্ছাল্লাম মাথা উপরের দিকে উঠাইয়া আরশের পর্দায় দেখিতে পাইলেন, একটি নূর এবং বলিলেন যে হে আল্লাহু ! এই নূরটি কি? তখন আল্লাহু উত্তর দিলেনঃ এই নূরটি একজন নবীর। যিনি তোমার আওলাদের মধ্যে হইবেন। তিনির নাম আকাশে আহমাদু এবং জমিনে মোহাম্মদ। যদি তিনি না হইতেন তবে, কোন কিছু হইত না। না জমিন না আসমান। বন্ধগণ! এই নূর দ্বারা হযরত আদাম আলাইহিচ্ছাল্লামকে সম্মানিত করা হইল এবং নূরে পাক আদম আলাইহিচ্ছাল্লামের মধ্যে আসিল। কিতাব মুআলীমুত তানজীলের মধ্যে আছে যে, হযরত আদম আলাইহিচ্ছাল্লাম নিজের

পেশানিতে একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলেন এবং বলিলেন হে আল্লাহ! ইহা কিসের আওয়াজ? তখন আল্লাহ তায়ালা উত্তর দিলেন هذاصبح محمد ولدك ইহা তোমার সন্তান মোহাম্মদ মোস্তফা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আওয়াজ। বন্ধুগণ,আপনারা জানেন, সমস্ত ফেরেশতাগণ আদম আলাই-হিচ্ছাল্লামকে সিজদাহ করিয়া ছিল এবং তিনি সমস্ত ফেরেশতাদের মাসজুদ হইয়াছিলেন। মনে রাখিবেন, ঐ নূরে পাকের বরকতে হযরত আদম আলাইহিচ্ছাল্লাম ফেরেশতাদের সিজদার উপযোগী হইলেন। এবং শয়তান মালাউন এই জন্যেই মরদুদ হইয়াছে। কেননা ঐ শয়তান মরদুদ আদম আলাইহিচ্ছাল্লামকে শুধু মাটির মানুষই দেখিয়াছিল। নূরে মোহাম্মদী দেখে নাই । এইহেতু মাওলানা রুমী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে বলিয়াছেন ঃ

کردیه ابلیی کفت این فرع طین

جـــون فزاله برمن اتش جبین

অর্থাৎ-ইবলিশ মাটির মানুষ দেখিয়াছিল এবং বলিয়াছিল আমি তো অগ্নির তৈয়ারী; মাটির মানুষ আমার চাইতে বড় কি করিয়া হইতে পারে? ইবলিশ মরদুদ মাটির মানুষ দেখিল, নূর দেখিলনা। তাই সে মরদুদ হইল। বন্ধগণ, আজকাল বহু মানুষ দেখা যায়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁহার নিজেদের মত মানুষ মনে করে এবং মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত তাদের নজর পৌঁছে না। মাওলানা রুমী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ঐ সমস্ত বেআদবদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন-

کرنه فر زندا بلیسی ای عنید+ پس بتو مراث ان سکے کے رسید

অর্থাৎ হে বেআদব! তুমি যদি ইবলিশের সন্তান না হইতে তবে তুমি ইবলিশের ওয়ারিশ কেমন করিয়া হইলে। অর্থাৎ নবীগণকে নিজের মত মানুষ মনে করা কোথায় পাইলে ?

বন্ধুগণ, কতগুলি বেয়াদব মানুষ হুজুরকে নিজের মত মানুষ মনে করে এবং হুজরকে নূর বলিয়া স্বীকার করে ন। এক্ষেত্রে আমার কিছছা স্মরণ হইল-একজন সুন্নী মানুষ ঐ প্রকারের এক বেয়াদবের সঙ্গে তর্ক আরম্ভ করিলেন। সুন্নী বলেন ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নূর। এবং বেয়াদব বলিতেছিল ঃ না তিনি আমাদের মত একজন মানুষ ছিলেন। তিনির দুই হাত ছিল আমাদেরও দুই হাত, তিনির দুই চক্ষু ছিল আমাদেরও দুই চক্ষু, তিনির দুই কান ছিল, আমাদেরও দুই কান। আবার পার্থক্য কি ? ইতিমধ্যে এক মেথর সেখানে আসিয়া হাজির হইল । এইকথা শুনিয়া মেথর বলিতে লাগিলঃ এই কথার ফায়ছালা আমার সঙ্গে হউক। বেআদব বলিল আচ্ছা তুমি বল। তখন ঐ মেথর বলিল ঃ এখন খানা খাইবার সময় হইয়াছে; চলুন খানা খাইয়া নেই । হোটেল সম্মুখে আছে। খানা খাওয়ার পর বাহাছ হইবে। বেয়াদব বলিলঃ বড়ই ভাল কথা। এই বলিয়া তারা হোটেলে গেল। বেয়াদবের জানা ছিল না, যে, সে ব্যক্তি মেথর। মেথর খানা আনাইয়া তারা একত্রে মিলিয়া খাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর মেথর বলিল ঃ জনাব, আপনি যে আমার সঙ্গে খান খাইতেছেন আপনার জানা দরকার যে আমি মেথর! বেআদব এই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল ঃ লাহাওলা অলা কুয়াতা এবং একেবারেই দাঁড়াইয়া গেল। মেথর বলিলঃ জনাব একি, তখন বেয়াদব বলিল ঃ হে কমবখত, তুমি আগে বলিলে না কেন, যে তুমি মেথর? তখন মেথর উত্তর দিলঃ জনাব যাহাই বলেন, কিন্তু আমি তো আপনার মতই একজন মানুষ। দুই হাত আপনার, দুই হাত আমার; দুই কান আপনার, দুই কান আমার; দুই চক্ষু আপনার, দুই চক্ষু আমার; আবার পার্থক্য কি? বেয়াদব বলিল একথা ঠিকই । কিন্তু তুমি তো মেথর আর আমি মুসলমান। মেথর বলিল, তদ্রুপ মোহাম্মদ নূর এবং তুমি চোর। অর্থাৎ হুজুর নূরে

পাক এবং তুমি নাপাক। তখন বেয়াদব এই কথা শুনিয়া শরমেন্দা হইয়া চলিয়া গেল। বন্ধুগণ,ঈমান রাখিবেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নূর । তিনিকে নিজের মত মনে করা শক্ত বেয়াদবী। দেখুন, তিনিকে আল্লাহ ও নূর বলিয়াছেন। এবং তিনি নিজকেও নিজে নূর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাও জানিতে পারিলেন যে, সর্ব প্রথম হুজুর পাকের নূরকে সৃষ্টি করা হইয়াছে; তবে কেন বলা যাইবে না যে হুজুর নূর? বরং তিনির নূরের খাতিরে সারা জাহানকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। বন্ধুগণ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ প্রকাশ হওয়ার একমাত্র কারন। তিনির নবুয়তই নূর। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নূরে পাক যখন হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তায়লা আনহুর পিঠ মোবারকে ছিল; তখন তিনির পেশানিতে ঐ নূর চমকাইতেছিল। একদিন হযরত আব্দুল্লাহ মক্কা শরীফের একজন অতিজ্ঞানি, বুদ্ধিমতি মেয়ে লোকের সাথে দেখা করিলে এই বুদ্ধিমতি মেয়েলোকটি তাহাকে বলিল, হে আব্দুল্লাহ, আপনি আমাকে বিবাহ করেন। তখন হযরত আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) উত্তর করিলেন আমি আমার পিতামাতার মর্জি ভিন্ন কোন কাজ করি না। কিছু দিন পর হযরত আব্দুল্লাহর বিবাহ হযরত আমেনা খাতুন (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) আনহার সঙ্গে হইয়া গেল। এবং এই নূরে পাক হযরত আমেনা খাতুন (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) আনহার সেকেম মোবরকে আসিল। কিছুদিন পর পুনরায় হযরত আব্দুল্লাহ ঐ রাস্তায় যাইতে ছিলেন। তখন পুনরায় ঐ মেয়েলোকিট তাহাকে দেখিয়া ঠান্ডা নিঃশ্বাস ফেলিল এবং মুখ ঘুরাইয়া ফেলিল। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মেয়েলোকটি উত্তর করিল-

لقد رايت بين عينيك نورا ما اراه الان

(কিতাব খছায়েছে কোবরা প্রথম খন্ড ৪১ পৃঃ) অর্থ আমি আপনার পেশানিতে যে নূর দেখিয়াছিলাম ঐ নূর এখন আর দেখি না।

وہ جسکے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی
اسی کی تھی میں طالب اور اسے کے تھی میں دیوانی
مکر میں وہ کی محروم قسمت میرد تو تی ھی
سناھی کہ وہ نعمت امنہ نے تجھ سے لوتی ھی

যে নূরে পাক পেশানিতে চমকিতে দেখিয়াছিলাম ঐ নূরে পাকের আমি আশেক ছিলাম। কিন্তু আমি বঞ্চিত হইলাম। কিছমত আমার নষ্ট হইয়া গেল। শুনিয়াছি ঐ নিয়ামত আমেনা খাতুন নিয়া গিয়াছেন। ঐ নূরে পাক যখন হযরত আমেনা খাতুন (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা) আনহার সেকেমে ছিল তখন হযরত আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ইন্তেকাল করিলেন। হুজুরের দাদাজান আবদুল মোতালেব (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) তিনির ছেলে হযরত আবদুল্লাহর ইন্তেকালের পর এই নীতি করিয়াছিলেন যে, রাত্রে উঠিয়া খানায়ে কাবার তাওয়াফ করিতেন এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই দোয়া করিতেনঃ

دعایہ تھی کہ یارب نعمت موعود مل جائے
بنی ہاشم کا مرجعایا ھوا کلزار کھل جائے

হযরত আমেনা খাতুন বলেন যে, বেলাদতের রাত্রে আমি একটি নূরানী গেরো আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়াছি। তাদের নিকটে তিনটি নূরানী ঝান্ডা ছিল। একটি ঝান্ডা কাবা শরীফে পাড়িল দ্বিতীয়টি বায়তুর মুকাদ্দাসে। তৃতীয়টি আমার বাড়ীতে পাড়িল । আবার আমি দেখিতে পাইলাম যে, আকাশের নক্ষত্র সমূহ আমার বাড়ীর দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছে – وامتلئالدنیا نورا

(কিতাব নূজহাতুল মাজালীস ২য় খন্ড ৮৩পৃঃ।) এবং সমস্ত দুনিয়া নূরে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হযরত আবদুল মোতালেব তাঁহার নিয়ম ও নীতি অনুযায়ী কাবা শরীফের তওয়াফে মগ্ন ছিলেন এবং দোয়া করিতে ছিলেনঃ

اجانك صح كے يهلے كرن هسى هوئ الى
مبارك كه كويه خبر دادا كو بونجائى
ملاهے امنة كو فضل بارى سى يتيم ايسا
نهين هى بحرهستى مين كوئى در يتيم ايسا

হযরত আব্দুল মোতালেব এই সুসংবাদ পাইয়া দৌড়াইয়া আসিয়া বাড়ীতে হাজির হইলেন। এবং পবিত্র নাতিকে কোলে নিলেন ঃ

زمين سے عرش بالا كے نشان معلوم هو تے تهى
كه انكى كود مين دو نون جهان معلوم هو تے تهى
لئے روحا نيت كے جام سے مخمور يهاتها
كها دادانے انے يتى مرايو تا محمد هے
جو دنيا بهر كے انسانون سے على اور امجد هے

الصلواة والسلام عليك يانور الله
الصلوة والسلام عليك يارسول الله

বন্ধুগণ, যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় আসিলেন, তখন হুজুরের মাতা হযরত আমেনা খাতুন এমন একটি নূর দেখিতে পাইলেন, যে নূরের আলোতে হযরত আমেন খাতুন মুলকে শাম দেখিতে পাইলেন। এই হেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন আমি জন্ম হইলামঃ

قد خرج لها نورا اضاء لها منه قصور الشام

(মেশকাত শরীফ ৫০৫পৃঃ)। আমার মাতার জন্য এমন একটি নূর প্রকাশ হইল, যাহারা দ্বারা তিনি মুলকে শামকে দেখিতে পাইলেন। যে মুলকে শাম আলোকিত হইয়াছে। হুজুরের মাতা ছাহেরাহ বলেন ঃ

انـــه خرج منى نورا اضاءت لى قصور الشام

(কিতাব খাছায়েছে কোবরা ১ম খন্ড ৬৪পৃঃ)। অর্থ বেলাদতের সময় এমন একটি নূর প্রকাশ হইল যে, মুলকে শাম পর্যন্ত আলোকিত হইয়া গেল। বন্ধুগণ আমাদের আকামাওলা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নূর, নিশ্চয়ই নূর। ইহাতে সন্দেহ নাই। এই জগতে মানব লেবাছ পরিধান করে আসিয়াছেন। যেমন দেশ তেমন বেশ। লেবাশ পরিবর্তনে আসল পরিবর্তন হয় না। যেমন জায়েদ ইউরোপ গিয়া কোট এবং ফুলপেন্ট পড়িয়াছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়া শিরওয়ানী ও শিলওয়ার পড়িয়াছে। পাঞ্জাবে গিয়া মাতায় পাগড়ী বাধিয়াছে। ইউপিতে গিয়া হালকা পাতলা টুপী পড়িয়াছে। পূর্বপাকিস্তানে আসিয়া উলঙ্গ মাতায় গুরাফিরা করে। এই সমস্ত অবস্থায় দেশের পরিবর্তনে লেবাছের পরির্তন হইয়াছে। কিন্তু জায়েদ জায়েদই রহিয়াছে। জায়েদ তো আর পরিবর্তন হইতে পারে না। তদ্রুপ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নূর। তাঁহার নূর সমস্ত সৃষ্টির সর্ব প্রথম সৃষ্টি হইয়াছে। যখন তিনি এই জগতে আসিলেন তখন এই জগতের মানব লেবাছ পরিধান করায়, নূরের কমতি হইতে পারে না। বরং পূর্বেও নূর ছিলেন এখন ও নূর। তাঁহার লেবাছ ও নূরানী ছিল। হুজুরের মানবতা আপনার আমার মত নয়। তিনি বেমিছাল, বেনজীর, নূরানী মানুষ। এইহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ

من رأني فقد رأى الحق

অর্থ-যে ব্যক্তি স্বপনে আমাকে দেখিয়াছে, সে নিশ্চয়ই হককে দেখিয়াছি। হুজুরে পাকের শরীর মোবাকর যেন মেশকে ও আম্বরের খাজানা ছিল। দূরে ও নিকটের মানুষ সুঘ্রাণে মুগ্ধ হইয়া যাইত। এখন পর্যন্ত ও মদীনা শরীফে এই সুঘ্রাণ আছে। যে সুঘ্রাণ কোন মেশক ও আম্বরে নাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেমন সামনে দেখিতেন, তেমনি পিছনের দিকেও দেখিতেন। হুজুর প্রকাশ্যে ঘুমাইতেন কিন্তু দিল জাগরণ থাকিত। হাদিসে আছে ঃ

ينام عيني ولا ينام قلبي–

অর্থাৎ-আমার চক্ষু ঘুমায় ঃ এবং আমার দিল ঘুমায় না। তাঁহার শরীরের ছায়া জমিনে পড়িত না। এই জন্যই তিনি নূর এবং হুজুরে পাকের নূর সূর্য্যের আলোর উপর গালেব ছিল। (অর্থাৎ প্রবল ছিল) মাওলানা রুমী আলাইহে রহমত বলিয়াছেন ঃ

سـايۀ نديد بـهـر زمين هج كس + نور بود سايئۀ خرشيد وبن

جانش زالائش تن ياكبـود + سايه يبندا خت برين خاك درد

عكس جـمال تونمود افتاب + سايه زنور امدهزان دو حجاب

ان اشعاركا اردو ترجمة

يه هـ تها نـه سايۀ اسكايه مشهور هے + سايـۀ خورشيد كيا هى

نورجان هى الائش تن سے وه ياك + اسلئے سايۀ نه تها الانے خاك

نور خور اس نور سے مغلوب تها + سايه اسكا اسئے محجوب تها

হুজুর পাকের ছায়া ছিল না এ কথাটি প্রকাশ্য। সূর্য্যের ছায়া হইল সূর্য্যের আলো। ময়লা হইতে হুজুরের শরীর পাক ছিল, এই জন্যই জমিনে হুজুরের ছায়া পড়িত না। সূর্য্যের আলো তাঁহার নিকটে মাগলুব ছিল (অর্থাৎ পরাস্থ ছিল) এই জন্য তাঁহার ছায়ায়

পর্দা ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন লোকের সঙ্গে চলিতেন তখন সবার চেয়ে উচু দেখা যাইত, যত উচু মানুষই থাকুকনা কেন। তাঁহার শরীরে মাছি বসিত না। তাঁহার ছায়া ছিল না, এই জন্যই যে হুজুরে পাক নূর। হযরত কাছতালানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) মাওয়াহেব লা দুনিয়তে লিখিয়াছেন যেঃ

وكان عرقه اطيب من المسك رواه ابو نعيم واذا مشى مع الطاويل طالــه رواه البيحقى ولا يقع على ثيابه ذباب قط ولا يمتص دمه البعوض وما اذاه القمل-

(কিতাব মাওয়াহেব লাদুনীয়া ১ম খন্ড ৩৯৮পৃঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শরীরের পছিয়া (ঘাম) মেশকে আম্বরের চাইতে বেশী সুঘ্রাণ ছিল । হুজুর যদি কোন লম্বা মানুষের সঙ্গে চলিতেন তখন সকলের চেয়ে বেশী উচু মনে হইত । হুজুরের ছায়া জমিনে পড়িত না। তাঁহার ছায়া চন্দ্র এবং সূর্য্যের আলোতে দেখা যাইত না। তাঁহার কাপড়ে মাছি বসিত না এবং তাহাকে কাটিত না। উকুনে হুজুরকে কষ্ট দিত না। ফলকথা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষ, কিন্তু বেমিছাল মানুষ । দুনিয়ার মানুষের সঙ্গে হুজুরের তুলনা হইতে পারে না । দরূদ শরীফ পাঠ করুন ঃ

الصلواة والسلام عليك يانور الله

الصلواة والسلام عليك يارسول الله

الصلواة والسلام عليك ياحبيب الله .

বন্ধুগণ,আজকাল বহু বেয়াদব বাহির হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়া থাকে আমরাও খাই হুজুরও খাইতেন। আমরা পান করি । হুজুরও পান করিতেন ।

তবে আবার হুজুর আমাদের মত মানুষ কেন হইবেন না। ঐ বেয়াদব দিগকে মাওলানা রুমী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) জওয়াব দিয়াছেন-

این خورد کردد همه پلیدی زین جدا—
وان خورد کردد همه نور خدا—

অর্থাৎ ঐ বেয়াদবগণ যাহা কিছু খায় পেটে ইহা নাপাক হইয়া যায়। রুটি বা ভাত খায় তো পায়খানা হইয়া যায়। পানি পান করে, পেসাব হয়। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ খানাই খাইতেন কিন্তু ইহা খোদার নূর হইয়া যাইত। তবে আবার কোন মুখে তাদের মত মানুষ মনে করে نعوذ بالله نعوذ بالله

বন্ধুগণ, একটি হাদিসে আছে, একদিন হযরত উম্মে আয়মন (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা) রাত্রির বেলায় পিপাসিত হইলেন। তখন তিনি একটি বর্তন হইতে পানি পান করিলেন। ভোরের সময় জানিতে পারিলেন যে, রাত্রে যাহা পানি মনে করিয়া পান করিয়াছিলেন, ইহা হুজুরের পেসাব মোবারক ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ রাত্রে ঘরের এক কোণে একটি বর্তনে পেশার মোবারক করিয়াছিল। হুজুর এই ঘটনা জানিয়া উম্মে আয়মনকে বলিলেন ঃ

اماو الله لايبجعن بطنك ابدا—

(কিতাব কানযুল উম্মাল ২য় খন্ড ১৩০পৃঃ।) (এবং খাছায়েছে কুবরা ১ম খন্ড ৭১পৃঃ)। খোদার কছম, অদ্য হইতে তোমার পেট বেদনা করিবে না।

হে আমার বন্ধুগণ-দেখেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পেসাব মোবারক কেমন জিনিস। যাহার দ্বারা

পেটের বেদনা চলিয়া যায় । আমাদের আকা মাওলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পেসাব মোবারকও বালা মছিবত দূর করে । এবং আমাদের জন্য ঔষধ। আর আমরাও এক মানুষ যে, আমাদের মুখের থুথু ফেলার জন্য রেল গাড়ীতে, ষ্টেশনে, ষ্টিমার, লঞ্চে লেখা থাকে যে, যেখানে সেখানে থুথু ফেলিবেন না। ইহাতে নানা রোগ জন্মে । হুজুরের পেসাব মোবারক ও আমাদের জন্য ঔষধ তিনির মুখের লব (লালা) ও আমাদের জন্য ঔষধ । তবুও তিনি আমাদের মত মানুষ? নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ ।

হে আমার বন্ধুগণ, ছাহাবায়ে কেরামের নিকট জিজ্ঞাসা করুন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নূরানী চেহারার কি পর্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। হযরত আবুহিন্দু ইবনে আবিহালা বলেন ঃ

يتلأ لوء وجهه تلألأ القمر

অর্থ-হুজুরের নূরানী চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় চমকিত । (কিতাব সাময়েলে তিরমীজি ৩ পৃঃ।) হযরত জাবের (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলেন, আমি একদা চাঁদনী রাত্রে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একটি লাল চাদর গা দিতে দেখিলাম। একবার আমি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকাই, আর একবার হুজুরের নূরানী চেহারার দিকে।

فاذا هوا حسن عندى من القمر

তখন আমি হুজুরের চেহেরায়ে আনওয়ারকে পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে অতি বেশী সুন্দর দেখিলাম। (মেশ্‌কাত শরীফ ৫১০পৃঃ)

جاند سے تشبهه دينا كيا هى انصاف هے

اسكے منه پرجها ئيان حضرت كا جهراه صاف هے

اس حسن وجمال نور كے تنوير نے عالم ذره ذره جمكاديا

বন্ধুগণ,হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নজরে করম যার উপরে পড়িয়াছে, সেই নূর হইয়া গিয়াছে। এই হেতু একরাত্রে ছাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম হুজুরের মাহ্ফিল হইতে অন্ধকার রাত্রে নিজ নিজ বাড়ীতে যাইবার সময়, হুজুরের মোজোজায় তাহাদের হাতের লাঠিগুলিতে আলো বাহির হইতে লাগিল । এবং তাঁহারা ঐ লাঠিগুলির আলোর দ্বারায় নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। এই হাদিসটি খাছায়েছে কুবরা নামক কিতাবের ২য় খন্ড ৭৭পৃষ্ঠায় আছে। জানা গেল হুজুর নূর এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন নূর বানাইয়া দিতে পারেন। যে ব্যক্তি হুজুরের দরবারে আসিয়াছেন, নূরের অংশ নিয়া বিদায় হইয়াছেন। কাজেই আমাদের আলা হযরত ইমাম আহ্লে সুন্নাতুল জামাত আল্লামা আহমাদ রেজা খাঁন ছাহেব রাহ্মাতউল্লাহ আলাইহে কাছিদায়ে নূর নামক কিতাবে লিখিয়াছেনঃ

جـــو كداد يكـــهونـــے جاتاهـــے تورا نور كا
نور كا سر كار هى كيا اس مين تورا نور كا

উপরের শেরের উভয় চতরে তুড়া শব্দটি আসিয়াছে। একটি শব্দের অর্থ অংশ, অপরটির অর্থ কম।

এখন পড়ুন ঃ

جـــو كداد يكـــهونـــے جاتاهـــے تورا نور كا
نورك سر كار هى كيا اس مين تورا نور كا

বন্ধুগণ,আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নূরকে আল্লাহ পাক কয়েকটি পর্দায় লুকাইয়া রাখিয়াছেন। তাহা না হইলে কাহারো সাধ্য ছিল না যে, হুজুরের দিকে তাকাইতে পারে। এত লোকায়িত থাকার পরেও এই অবস্থা ছিল ।

نگاه برق هين جهراه افـتاب هين

وه ادمى هے مگر ديكهنى كى تاب هيـــن

বন্ধুগণ, হযরত ইউসুফ আলাইহিছ ছাল্লামের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মিশরের বহু মেয়েলোক লেবু কাটিতে গিয়া হাতের আঙ্গুল কাটিয়া ছিল। আমাদের হুজুরকে আল্লাহ পাক মানব পর্দায় না রাখিতেন, তবে কোরবান হইয়া যাইত।

حسن يوسف پركتين مصرمين انگشت زنان

سر كتا تــ هين تيرى نام پرمر دان عرب —

ইউসুফ আলাইহিছছাল্লাম যখন মিশরের বাদশ ছিলেন তখন এক বছর তাঁহার রাজ্যে বিরাট অভাব হইয়াছিল। ইউসুফ আলাইহিচ্ছালাম ধারনা করিলেন যে যাহার গন্ধমের দরকার সরকারী গুদাম হইতে আসিয়া নিয়া যাক। সেহেতু লোকজন আসিয়া দরকার অনুযায়ী গুদাম হইতে নিতে লাগিল। সম্মুখের ফসল আসিবার তিন মাস বাকী ছিল। হঠাৎ সরকারী গুদামের গন্ধম শেষ হইয়া গেল । হযরত ইউছুফ আলাইহিছাল্লাম চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, তিনটি মাস কেমন করিয়া অতিবাহিত করা যাইবে।

اوســـ وقت خدا جناب الا الهى وحى پيام ليا نرا

يانبى لله حكم نسانون باك خدافر مانو

برقعه كهول زيارت بخشو جور بهكها بى او———

ديكهه جمال مبارك تيراهلك تما مى جاوى

তাহর উপর আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে অহি আসিল । হে নবী ইয়াল্লাহ খোদার আদেশে বোরকা খুলেন, এবং লোকদিগকে দেখা দেন, যে সমস্ত বোখা ও ক্ষুধার্থ লোক আসিবে, আপনাকে দেখিয়া তাহাদে ক্ষুধা পিপাসা থাকিবে না। (ছুবহানাল্লাহ, ছুবহানাল্লাহ)

এক নবীকে দেখিলে ক্ষুধা পিপাসা চলিয়া যায, আর এক মানুষ যাহারা, নবীকে তাদের মত মানুষ জানে, তাদের মুখ দেখিলে সারাদিন উপবাস থাকিতে হয়। কথতি আছে যে, তিন মাস পর্যন্ত লোক হযরত ইউছুফ আলাইহিচছাল্লামকে দেখিয়া বোখ, পিপাসা হইতে বাঁচিয় ছিলেন। (ছুবহানাল্লাহ, ছুবহানাল্লাহ) কি সুন্দর লিখিয়াছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেহারায়ে আনওয়ারকে যাহারা

দেখিয়াছেন, তাঁহারা উভয় কালে শান্তি লাভ করিয়াছেন। হে আল্লাহ আমাকে এবং আমার বংশ বুনিয়াদকে এবং আমার বন্ধুবান্ধব দিগকে ও আমার মুরিদ, মুতা দিগকে এবং সমস্ত সুন্নী মুসলমানদিগকে ঐ নূরানী চেহেরার উপর কোরবান করিয়া দেন। যখন মৃত্যু আসিবে তখন ঐ নূরানী চেহারা দেখাইয়া মৃত্যু দিবেন। এই আমার প্রার্থনা।

মাওলানা আকবর আলী রেজভী
সাং-সতরশীর
পোঃ ঠাকরাকোণা
জিলা-ময়মনসিংহ
বর্তমান জেলা-নেত্রকোণা
তারিখ ঃ ১লা চৈত্র ১৩৭৭বাংলা

الحمـــد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلواة والسلام

على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين

(اما بعد)

فاعوذبالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

(وما ارسلنك الا رحمة للعالمين)

অর্থ-আল্লাহ পাক বলেন, হে দোস্ত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমি আপনাকে পাঠাই নাই, কিন্তু সারা জাহানের জন্য রহমত বানাইয়া পাঠাইয়াছি।

বন্ধুগণ, এক্ষণে আমি রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রহমত সম্বন্ধে কিছু লেখিতে চাই। এই জন্যই উক্ত আয়াতে কারিমা লেখিয়াছি। যাহার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা নিজের মাশুকের আর রহমতের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। খোদা তায়ালা নিজ মাশুককে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, হে আমার প্রিয় নবী আপনাকে আমি رحمة للعالمين অর্থাৎ সমস্ত আলমের রহমত বানাইয়া পাঠাইয়াছি। বন্ধুগণ উক্ত আয়াতে (আলামিন) শব্দটি সম্মুখে রাখুন। এবং সূরায়ে ফাতেহার প্রথম আয়াতটি তালাওয়াত করুন। الحمـــد لله رب العالـــمين অর্থ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি সমস্ত জাহানের রব। অর্থাৎ পালনেওয়ালা। দেখুন এই স্থানে ঐ আলামিন শব্দটি আসিয়াছে।

জাহানের وما ارسلنك الا رحمة للعالمين মধ্যে আসিয়াছিল। যেমন খোদা তায়ালা বলেন আমি রাব্বুল আলামিন। আমার মাশুক রাহমাতুল্লিল আলামিন। এখন দেখা চাই আলামিন শব্দের অর্থ কি। বন্ধুগণ আলম এক বচন, আলামিন বহুবচন। আলম শব্দের অর্থ

مایعلم به الشی এমন একটি জিনিস যাহার দ্বারা অন্য একটি জিনিসের পরিমান পাওয়া যায়। কেননা দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসে স্রষ্টার পরিচয় দেয়।

শায়ের বলেছেন ঃ

هو کیا هی کـه اززمین روید + وحده لاشریك می کوید

প্রত্যেকটি গাছ, যাহা জমিনে উদ্ভিদ হয় এই কথার ঘোষণা করে যে, আমাদের স্রষ্টা ওয়াহদাহু লাশারিক, এই জন্য দুনিয়াকে আলম বলে। এবং আলম শব্দটি খোদাতায়ালা জাত ও সিফাত বাদে প্রত্যেকটি সৃষ্টির উপর পতিত হয়। এবং খোদাতায়ালার অসংখ্যা সৃষ্টি অনুযায়ী আলম কয়েক প্রকারঃ

১। আলমে মুজাররোদাত যথা আত্মা ও ফেরেশতা সমূহ

২। আলমে জিছমানিয়াত, যাহাদের শরীর আছে

জিছমানিয়ত আবার দুই প্রকারঃ যথা ঃ

১। আলমে উলুপাত, যথা আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রাদি।

২। আলমে ছুপলিয়াত যাহা নিচের দিকে জমিনের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে।

আলমে ছুপলিয়াত আবার দুই প্রকার ঃ

১। আলমে লথিফাত যথা বাতাস

২) আলমে কাছিফাত

আবার দুই প্রকার ঃ

১। আলমে মুফরাদাত যথা পানি মাটি ইত্যাদি

২। আলমে মুরাক্কাবাত আবার, উহা চার প্রকার ঃ

১। আলমে কায়েনাথ যাহা মাটি হইতে উদ্ভিদ হয় ।

২। আলমে জামাদাত, যথা পাহাড়, পর্বত, রৌপ্য, স্বর্ণ, হীরা ইত্যাদি।

৩। আলমে নাবাহাত যথা গাছ পালা তৃণ লতা ইত্যাদি ।

৪। আলমে হাওয়ানাত যথা-মানুষ, গরু, ঘোড়া ইত্যাদি।

জ্ঞানদার প্রাণী সমূহ স্থল ভূমির হউক বা জল ভূমরি হউক ঐ আলমে হাওয়ানাতের মধ্যে সমস্তের চেয়ে উত্তম উৎকৃষ্ট মানবজজাতি। ফলকথা, আল্লাহ পাকের আলম অর্থাৎ সৃষ্টি বহু। কোরআন পাকে আছে

مايعلـــم جنود ربك الاهو

অর্থাৎ-আল্লাহ ভিন্ন কেহই জানেনা হে আল্লাহ কি পর্যন্ত লস্কর আছে। অর্থাৎ সৃষ্টি আছে। তবে আলম এক বচন। আলামিন বহুবচন। যাহার অর্থ সমস্ত আলম অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি। কোন সৃষ্টিই আল্লাহর লালন পালন হইতে বাদ না বরং মশা, মাছি উকুন, হইতে নিয়া ছোট বড় জ্ঞানদার বেজ্ঞানদার সমস্তকেই আল্লাহ লালন পালন করে। কাজেই আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামিনের অর্থ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি সমস্ত আলমের অর্থাৎ সৃষ্টির লালন পালন করনে ওয়ালা।

বন্ধুগণ, এখন আলামিন শব্দের অর্থ জানিতে পারিলেন যে আলামিনের মধ্যে আল্লাহ পাকের সৃষ্টির ভিতরে আল্লাহ বাদে বা ব্যতিত আর কোন জিনিস বাকী থাকেনা। এখন এই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন, যাহা হুজুর আলাইহি ছাল্লামের রহমতের শানে লেখিয়াছি এবং চিন্তা করুন খোদাতায়ালা কি বলেনঃ

وما ارسلنك الا رحمة للعالميـــن

অর্থাৎ-হে মাশুক আপনাকে আমি সমস্ত আলমের জন্য রহমত বানাইয়া পাঠাইয়াছি। যেমন হে প্রিয় নবী আল্লাহর সমস্ত আলমে লালন পালন কারী। এবং আপনি সমস্ত আলমের রহমত।

حق تعالى كى بنى نعمت هى تـــو
سارك عالم كيلئ رحمت هى تو

বন্ধুগণ, الحمد لله رب এবং وما ارسلنك الا رحمة للعلمين العلمين। এই উভয় আয়াতটিকে সামনে রাখিয়া দেখুন সমস্ত সৃষ্টির জন্য আল্লাহর রব। এবং ঐ সমস্থ সৃষ্টির জন্য রাছুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রহমত।যে সমস্ত সৃষ্টির জন্য খোদার লালন পালনের দরকার ঐ সমস্ত সৃষ্টির জন্য হুজুরের রহমতে দরকার। যে ব্যক্তি বলে যে আল্লাহ রাসুলুল্লাহর রহমতের দরকার নাই ঐ ব্যক্তির জন্য বলা উচিৎ যে আমার আল্লাহর লালন পালনের দরকার নাই । বন্ধুগণ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রহমতের কথা বলিবার পূর্বে কয়েকটি তাহ্মিদি কালাম শুনিয়া নেন। পিতা মাতা সন্তানকে লালন পালন করে। কোরআনে পাক আল্লাহতায়ালা পিতামাতাকে সন্তানের রব অর্থাৎ পালনেওয়ালা বলিয়াছেন كما ربيني صغيرا। পিতামাতা সন্তানকে লালন পালন করে। এই জন্যই আল্লাহ্ পাক পিতামাতাকে রব বানাইয়াছেন। এখন চিন্তা করা চাই যে, পিতা মাতা সন্তানকে কি পর্যন্ত দুঃখ কষ্ট করিয়া নিজের সুখ শান্তি ত্যাগ করিয়া ঘুম, নিদ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা কোরবান করিয়া লালন পালন করিয়া থাকে। আপনি জানেন পিতামাতা সন্তানকে এত দুঃখ কষ্ট করিয়া কেন লালন পালন করেন? এই জন্যই যে আল্লাহ তায়ালা পিতা মাতার দিলের মধ্যে রহমতের গুদাম (খানানা) সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। এই জন্যই নিজে দুঃখ করে কিন্তু সন্তানের দুঃখ তাঁহার নিকট সহ্য হয় না। পিতা মাতার দিলে সন্তানের প্রতি রহমত না হইত, তাহা হইলেও কখনও লালন পালন করিত না। মার দিল সন্তানের জন্য রহমতের খাজানা। এই সন্তানের দুঃখ মায়ে সহ্য করিতে পারে না। বন্ধুগণ, মার দিল যে সন্তানের জন্য রহমতের সমুদ্র এই সম্বন্ধে একটি ঘটানা লিখিতে বাধ্য হইলাম ঃ একজন আধুনিক মেয়ের একজন আধুনিক ছেলের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল। ছেলের মাত্রই এক বুড়ী মা ছিল। তার

আর কেহই ছিল না। আজকাল বিবাহ দিতে গিয়া মানুষর দেখে যে মেয়ের শশুর, শাশুরী, দেবর, বাওর কেহই না থাকে আর খালি ঘর হয় তবেই ভাল। আমাদের হুজুরে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ

فاظفر بذات الدين

তোমরা বিবাহ দিবার পূর্বে ধর্ম দেখ। ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে ধর্ম আছি কিনা। এই তো আমার হুজুরের আদেশ কিন্তু আজ কালের রেওয়াজ ও রছমে বলে যে, দেখ ছেলে জেন্টেলম্যান কিনা। দাড়ি মুছের দুশমন কিনা। দাঁড়াইয়া পেসাব করে কি না এবং মেয়ের ঠোটে, হাতের তায়ালা, পায়ে আল্‌তা লাগায় কিনা এবং নাচ গান জানে কিনা ।

বন্ধুগণ, ঐ যুগ কোথায় গেল, যে যুগের মানুষ দেখিত, মেয়ের লজ্জা শরম আছে কিনা। কোরআন শরীফ ও নামাজ পড়ে কিনা। এখনতো বড় বড় ভদ্র লোকেরা নাচ গান শিক্ষা দিতেছে। আল্লাহ যেন এই ধরনের গোমরাহী হইতে বাঁচাইয়া রাখে। চিন্তা করুন এই প্রকৃতির মেয়ে শশুর বাড়ীতে গিয়া নাচই তো শিক্ষা দিবে। আফসুস, আজকাল উন্নতির নামে কত কত গোমরাহ সৃষ্টি করিয়াছে।

چار چیزیں چاھئے از ھرزن + چکی چولھا اور چادر پیرھن

মেয়ে লোকের জন্য চারটি জিনিসের দরকার চাক্কি, চুলা, চাদর, এবং পিরহান। কিন্তু আজাকাল নাচ গান এবং উলঙ্গ শরীরের তামাশা দেখা যায়। বর্তমানে আরও একটি গোমরাহী বাংলাদেশে আসিয়াছে। যাহা পূর্বে হিন্দুদের মধ্যে ছিল। ছেলে কিছুটা শিক্ষিত হইলেই সাইকেল, ঘড়ি, রেডিও, গ্রামোফোন ও পড়ার খরচ ইত্যাদি দাবী করে। ইহা ছেলের পক্ষের পণ । এই পণও মেয়ের পক্ষের পণের মত হারাম। হুসিয়ার হউন। পূর্ব পাকিস্তানের

মুসলমান হুসিয়ান হউন। সামনে বিপদ আসিতেছে। হ্যাঁ আমি লেখিতেছিলাম আধুনিক ছেলে ও আধুনিক মেয়ের কথা। এক আধুনিক ছেলের সঙ্গে এক আধুনিকা মেয়ের বিবাহ হইয়াছিল। ছেলের শুধু এক বুড়ি মা ছিল আর কেহই ছিল না। ছেলে নিউ ফ্যাশন মার্কা ছিল। ধর্ম হইতে আজাদ ছিল। মেয়েটি শ্বশুর আলয়ে আসিয়া একটি বুড়ি শাশুরী ঘরে বসা দেখিতে পাইল এবং হয়রান পেরেশান হইল যে, আমি তো বিবাহের পূর্বে শুনিয়াছিলাম, স্বামীর ঘরে কেহই নেই। এখন বুড়ি কোথা হইতে আসিল । প্রথম সাক্ষাতের রাত্রিতে স্বামীর সঙ্গে বলিতে লাগিল, দেখেন যদি আপনি আমাকেই মহব্বত করেন যেমন নাকি আপনি প্রকাশ করিতেছেন। তবে শুনেন আমি আপনার খাতিরে এক মা এক বাপ, তিন চাচা, তিন ফুপা, দুই খালু, পাঁচ ভাই, চার ভগ্নি এই সকলকে ছাড়িয়া দিয়াছি, এবং আপনার নিকটে আসিয়াছি। এখন যদি আপনি আমাকেই ভালবাসেন তবে আমার খাতিরে কেবল একজন মানুষকে অর্থাৎ আপনার বুড়ি মাকে ত্যাগ করুন এবং তাহাকে বাড়ী হইতে বিদায় দেন। স্বামী এই কথা শুনিয়া বিবির মহব্বতে অন্ধের মত হইয়া গেল। এবং বলিতে লাগিল, ইহাও একটি কথা । কাল ভোরেই বুড়ি মাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিব। ভোরে ছেলে তাঁহার বুড়ি মাকে বলিল, আম্মা, অদ্য হতে আপনি অন্যত্র একটি বাড়ীতে চলিয়া যান। ঐ স্থানে আমি খানাপিনা পৌছাইব। এই কথা শুনিয়া বুড়ি মা বুঝিতে পাইলেন যে, আজ হইতে আমার ছেলে বউয়ের ফাঁদে পড়িয়া গিয়াছে। মা বলিল আচ্ছা বেটা যেখানেই যাইতে বল যাইব। এবং সদায় সর্বদায় এই দোয় করিব যেন, তোমাকে খোদায় কোন কষ্ট না দেয়। ঐ দিন মাকে অন্য বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল । এই অবস্থায় আট দিন অতিবাহিত হইল। একদিন রাত্রে বিবি স্বামীকে বলিতে লাগিল যে, আমি শুনিয়াছি আপনি এই

বুড়ি মাকে দেখিতে যান, এবং এখনও খানাপিনা দেন। দেখেন যদি সত্যই আপনি আমাকে মহব্বত করেন তবে এই অন্ধকার রাত্রে কেহই জানিবে না। নেন এই খঞ্জর, আপনার মাকে কাতল করিয়া আসেন। ছেলে বিবির মহব্বতে পড়িয়া বলিল, যাও তোমার খাতিরে আমার বুড়ি মাকে কাতল করিব। তুমি নিদ্রায় যাইওনা। এখনই মাকে কাতল করিয়া আসিতেছি। বিবি বলিল আমার শান্তি ও বিশ্বাসের জন্য আপনার মার দিলটি বাহির করিয়া আমার সম্মুখে নিয়া আসিবেন। ছেলে বলিল আচ্ছা এই বলিয়া খঞ্জর হাতে নিয়া ঘর হইতে বাহির হইল এবং মার নিকট পৌছিল। বুড়ি মা অচৈতন্য অবস্থায় নিদ্রায় ছিলেন, কমবক্ত ছেলে বুড়ি মাকে নিদ্রায় খঞ্জর দ্বারা কোপ দিল। এই অবস্থায় মার জান বাহির হইয়া গেল। ঐ বেদিন ছেলে তার মার দিল বাহির করিয়া বিবিকে দেখবার জন্য, নিয়া রওয়ানা হইল। অন্ধকার রাত্রি ছিল, রাস্তায় ওষ্ঠা খাইয়া উপুত হইয়া পড়িয়া গেল। তখন মার দিল হইতে আওয়াজ হইল বেটা দুঃখ তো পাওনাই? এই আওয়াজ শুনিয়া ছেলে কাঁদিতে লাগিল। এবং হায় আফসুস করিতে লাগিল। এত বড় দয়াল মাকে কাতল করার পরেও আমার মহব্বত তার দিল হইতে যায় নাই। দেখেছেন বন্ধুগণ, মায়ের মহব্বত স্মরণ রাখিবেন, আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতের প্রতি মার চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশী মহব্বত রাখেন। যখন কবরের মধ্যে মা বাপ সন্তানকে রাখিয়া আসে, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কবরে আসিয়া হাজির হন এবং উম্মতকে রহমতের কোলে নেন। আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মোজাদ্দেদে জামান আল্লামা আহমাদ রেজা খাঁন সাহেব বলিয়াছেনঃ

ماں جب اکلو تے کو جور اآکے بلاتے بہ ھیں
باب جها ییں سے جھاکے لطف وحاں فرما تے یھے ھیں

مرقد میں بندوں کو تجھ کو میتھی نیند سلا تے یہ ہیں
لا کھوب بلائیں کروروں دشمن کون بجائے بچاتے یہ ہیں

বন্ধুগণ দরুদ শরীফ পাঠ করুন ঃ

الصلواة والسلام عليك يارحمة للعالمين

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রহমত কবরেরও আমাদের কাজে আসিবে। কাল কিয়ামতের দিনও যখন মা-বাপ সন্তানকে ভুলিয়া যাইবে তখন হুজুরের রহমত আমাদের কাজে আসিবে। সমস্ত নবীগণ নাপছি নাফছি বলিবেন। কিন্তু আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ দিন উম্মতি উম্মতি বলিবেন। খোদার কছম যদি হুজুরের রহমত না হয় তবে আমরা কেহই আল্লাহর আজাব হইতে বাঁচিতে পারিব না।

عصیاں سے ہمنے کبھی کنارہ نہ کیا
پرتونے دل ازردہ ہما رانہ کیا
ہمنے توجہنم کے بہت کے تجویز
لکن تیری رحمت نے کوادا نہ کیا

বন্ধুগণ, মায়ের লালন পালনের পূর্বেই রহমতের সৃষ্টি হওয়ার দরকার। যদি রহমত না হইত, তবে লালন পালনও হইতে না। তদ্রুপ, খোদাতায়ালা রাব্বুল আলামিন যিনি সারা জাহানের পালনের ওয়ালা তিনি নিজের লালন পালনকে সৃষ্টি করিবার পূর্বেই সর্বপ্রথম রাহমাতুল্লিল আলামিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সৃষ্টি না করিতেন তবে খোদার লালন পালনও প্রকাশ পাইত না। যদি খোদার লালন পালন প্রকাশ না হইত তবে কিছুই হইত না। যদি সর্ব প্রথম রহমতে আলম না হইতেন, তবে কিছুই হইত না। এইজন্য আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাতুল জামায়াত মোজাদ্দেদে জামান

আল্লামা আহমাদ রেজা খাঁন সাহেব (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলিয়াছেন-

وہ جو نہ قہی تو کچھ نہ تھا + وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو

جان ہے وہ جہان کے جان ہے تو جہان ہے

সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক হুজুরকে সৃষ্টি করিয়াছেন । এই কথাটি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আছে। যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলিয়াছেন যে, আমি একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করিলাম যেমন ইয়া রাসুল্লাল্লাহ, সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা কি সৃষ্টি করিয়াছেন ?

یاجابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الا شیاء نور نبیك من نورہ ولم یکن فی ذالك ا لوقت لوح ولا قلم ولا جنۃ ولا نار ولا ملك ولاسماء ولا ارض ولاشمس ولاقمر ولا جن ولاانس-

(কিতাব- হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামিন ২৮পৃঃ।) অর্থ হে জাবের নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রথম তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নূরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন লৌহ, কলম, বেহেশত, দোযখ, ফেরেশতা, আসমান, জমিন, সূর্য্য, চন্দ্র, জ্বিন, ও মানব কোন কিছুই ছিলনা। জানা গেল সর্ব প্রথম আল্লাহ তায়ালা হুজুরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি আল্লাহ তায়ালা হুজুরকে সৃষ্টি না করিতেন তবে রহমতও হইত না। খোদার লালন পালনও প্রকাশ পাইত না । এবং লালন পালন যদিও সম্ভব না হইত, তবে দুনিয়া ও দুনিয়ার কোন কিছুই হইত না এই জন্যই হাদিস শরীফে আসিয়াছে যথা খোদাতায়ালা বলেনঃ

لو لاك لما خلقت الدنیا

অর্থ- হে প্রিয় নবী যদি তুমি না হইতে তবে দুনিয়াকে সৃষ্টি করিতাম না। (কিতাব হুজ্জাতুল্লাহে আলল আলামিন ২৯পৃঃ।) এখন

প্রমাণ হইল যে হুজুর রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উছিলায় সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং তিনিরই উছিলায় দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামত আমরা পাইয়াছি।

تیرھے صدقه مین ملین حکویه جانین اپنی

جان جان تم یــه هی صدقــه یه همارا جانین

বন্ধুগণ,আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রহমতের উছিলায় সমস্ত নবীগণ দুনিয়ায় আসিয়াছেন। এইজন্য আলা হযরত বেরলভী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলিয়াছেন ঃ

ترا قدم مبارك كلبن رحمت کے دالی هے

تجهی بو کر نبا الله نے رحمت کے دالی هے

নবীগণের সর্ব প্রথম নবী মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হইতে দুনিয়ায় নবীগণের ছিলছিলা জারি হয় এবং সমস্ত নবীগণের শেষ নবী আমাদের নবী মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তিনির পরে আর কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় নবী হইবেনা। দেখুন একটি নকশা আকিঁতে হইলে যে স্থান হইতে কলম ধরা হয় ঐ স্থানে গিয়াই শেষ হয়। হুজুর হইতেই নবুয়ত আরম্ভ হুজুর পর্যন্ত আসিয়াই শেষ। কাজেই তাঁহার পর আর কোন নবী হইবে না। তাই কোরআন শরীফে আছে-

اليــوم اكملت لكــم دينكــم

অদ্য হইতে আমি তোমার ধর্ম পূর্ণ করিয়া দিয়াছি। বন্ধুগণ, চিন্তা করুন যখন ধর্ম পূর্ণ হইয়াছে এবং নবুয়ত শেষ হইয়াছে তবে, কাদিয়ানীগণ কোথায় নবুয়ত পাইল ? যে মির্জা গোলাম আহাম্মদকে নবী মানে। استغفر الله আস্তাগ ফিরুল্লাহ। বন্ধুগণ, মার লালন পালন এবং হুজুরের রহমতের মিছালের দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে, আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন রহমতে আলম কাজেই আল্লাহু তায়ালা সর্বপ্রথম তিঁনিকে সৃষ্টি

করিয়াছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সারা জাহানের জন্য আল্লাহর রহমত । এবং আল্লাহর রহমতের সকলেই মুখাপেক্ষী। আল্লাহ বলেন لاتقنطوا من رحمة الله অর্থ আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইওনা। যখন প্রমাণ হইল যে, হুজুর সারা জাহানের জন্য রহমত। আমরা সকলেই রহমতের মুখাপেক্ষী। কাজেই আমরা হুজুরের মুখাপেক্ষী। এই জন্য মাওলানা রূমী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলিয়াছেন ঃ

زين سبب فرمود حق صلوا عليه

كه محمد بود محتاج اليه

অর্থ এই জন্যই আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, দরূদ ও সালাম পাঠ কর । কেননা সমস্ত দুনিয়া মুখাপেক্ষী এবং হুজুর মুখাপেক্ষীগণের স্থান।

বন্ধুগণ, মনযোগ দিয়া পড়েন এবং বুঝিতে চেষ্টা করেন। মানুষের জন্য অগ্নি, পানি, মাটি এবং বাতাসের দরকার। যে সমস্ত জিনিস মানুষের জন্য দরকার ঐ সমস্ত জিনিস মানুষ সৃষ্টি করিবার পূর্বে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ অগ্নি, পানি, মাটি বাতাসকে মানুষ সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন দুনিয়ায় আসিয়াই তাঁহার দরকারী জিনিসগুলি পায়। খোদাতায়ালা মানুষের (রব) (পালনেওয়ালা এবং মানুষ প্রত্যেক জিনিসের মুখাপেক্ষী। কাজেই মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন। বন্ধুগণ, এখন চিন্তা করুন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির জন্য রহমত। কাজেই রহমতকে অর্থাৎ হুজুর রহমতে আলমকে সকল সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেন সৃষ্টি অর্থাৎ দুনিয়া সৃষ্টি হইয়াই রহমত পায়। বন্ধুগণ এই ক্ষেত্রে আরও একটি কথা জানিয়া রাখুন, ফালছাফীগণ বলে যে হুজুর জমিনকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া উপরের দিকে অর্থাৎ মেরাজে গেলেন?

মেরাজে গমনকালে তো বাতাস নাই দুনিয়ার এত তেজ বাতাস ভেদ করিয়া বাতাস ভিন্ন জাগায় কি সে জিন্দা থাকিতে পারেন? বন্ধুগণ, এই সমস্ত আক্কল মন্দকে আমি বেকুফ, আক্কল মন্দ বলি। অগ্নি, পানি, বাতাস,মাটির আমরা মুখাপেক্ষী। এই সমস্ত ভিন্ন আমরা বাঁচিতে পারিব না। কেননা জমিন,বাতাস পানি, আমাদের দরকারী এবং প্রত্যেক দরকারী জিনিসকে আল্লাহ পাক মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং প্রত্যেকটির জন্য রহমতের দরকার। রহমত ছাড়া কোন সৃষ্টি বাঁচিতে পারে না। সমস্ত সৃষ্টির রহমত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

কাজেই আল্লাহ পাক হুজুরকে সর্ব প্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন, খুব চিন্তা করুন যেমন মানুষ আছে পানি নাই । তখন মানুষের উপায় নাই। কিন্তু পানি আছে মানুষ নাই তখন পানির কোন ক্ষতি নাই । মানুষ আছে বাতাস নাই, তখন মানুষের কোন উপায় নাই । কিন্তু বাতাস আছে মানুষ নাই, তখন বাতাসের কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু মানুষ আছে মাটি নাই, তখন মানুষের কোন উপায় নাই । দরকারী জিনিস থাকিবে এবং মানুষ থাকিবে না তখন জিনিসের কোন ক্ষতি হইবেনা । হ্যাঁ মানুষ থাকিবে আর দরকারী জিনিসগুলি থাকিবে না। তখন মানুষের কোন উপায় থাকিবেনা। কাজেই আল্লাহ পাক হুজুরকে অগ্নি, পানি, মাটি বাতাসের বরং সমস্ত সৃষ্টির জন্য রহমত বানাইয়া পাঠাইয়াছেন। সৃষ্টির জন্য রহমতের দরকার। কেননা কোন সৃষ্টি রহমত ভিন্ন বাঁচিতে পারিবে না । এখন সৃষ্টি আছে রহমত নাই তখন সৃষ্টির কোন উপায় নাই । কিন্তু রহমত আছে সৃষ্ট নাই, তখন রহমতের কোন ক্ষতি নাই। যখন কোন সৃষ্টিকেই সৃষ্টি করেছিলন না তখনতো হুজুরকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছিলেন। তখন তিনি কেমন করেছিলেন। কাজেই অগ্নি, পানি বাতাস হুজুরের দরকার নাই। বরং জমি, পানি, বাতাসের জন্য

হুজুরের দরকার। কাজেই হুজুর লা মাকানে মেরাজে বাতাস, পানি ইত্যাদি ভিন্ন থাকিতে পারেন, ছিলেন।

فلسفی کو رفعت سرکار سے انکار ہے
ایسی بد بختوں کی بے عقلی یہ رب کی مار ہے

বন্ধুগণ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ পাক সারা জাহানের জন্য রহমত বলিয়াছেন, এবং ঐ জাহানে নেক ও বদ মুমিন ও কাফের উভয়ই আছে। তবে হুজুর সকলের জন্যই রহমত। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই হুজুর নিজের গোলাম অর্থাৎ মুসলমানের জন্য তো রহমত আছেনই, আবার হুজুর উম্মতকে সর্বদা স্মরণ রাখেন, মেরাজে গিয়াও, যেথা অন্য কাহারও যাওযার সাধ্য নাই, আমাদিগকে ভুলেন নাই। আমাদের জন্যে রাত্রে জাগ্রত থাকিয়া কান্নাকাটি করিয়াছেন। আমাদের জন্য দোয়া করিয়াছেন এবং মছিবত হইতে বাঁচাইয়া দোযখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন ও বেহেশত দিয়াছেন। আমাদের কবরে আসিয়া সান্ত্বনা এবং হাসরে শাফায়াত করিবেন। ফলকথা, হুজুর আমাদের জন্য উভয়কালে রহমতই রহমত।

دافع نافع دافعے شافعے + کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں
انکے نام کے صدقے جس سے + جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں

হুজুরের পূর্বে কোন নবী ও রাসূল নিজ উম্মতের জন্য এমন রহমত শফ্‌কত আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে রহমত হুজুর উম্মতের উপর করিয়াছেন। এমন কোন নবী রাসুল নাই যে, উম্মতের জন্য জীবনের প্রতিটি রাত্রি জাগরণ করে, গোনাহগার উম্মতের জন্য কাঁদিয়াছেন। আল্লাহ পাকের লাখ লাখ শুকরিয়া যে, হুজুরকে আমাদের জন্য খাস রহমত বানাইয়াছেন।

چشم بے خواب کے صدقے کہ ہیں بیدار نصیب
اب جاگے تو ہیں جین کے نیندالے ہے

বন্ধুগণ,পূর্বের যুগের উম্মতের মালের গনীমত হালাল ছিল না। আমাদের জন্য হালাল। পূর্বের যুগের উম্মতের জন্য মসজিদ ভিন্ন অন্য জায়গায় নামাজ পড়া জায়েজ ছিল না, হুজুরের খাতিরে আমাদের জন্য দুনিয়ার সমস্ত জায়গায় নামাজ পড়া জায়েজ। পূর্বের যুগের উম্মতের জন্য তওবা করিতে হইলে ঘোষণা করিয়া প্রকাশ্যে তওবা না করিলে কবুল হইত না। কিন্তু হুজুরের খাতিরে আমাদের জন্য তওবা নীরবে, গোপনে চক্ষের পানি আল্লাহর দরবারে ফেলিলেই তওবা কুবল হয়।

دوبی ناوین تراتے یسہ هین + هلتی نیوین جماتے یه هے
جلتی اکے جماتے یسہ هین + روتی انکسہ هنسا تے یه هین

মুসলমান ব্যতিত কাফের ও সৃষ্টির মধ্যে গণ্য বিধায় আয়াতে কারিমা অনুযায়ী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরের জন্য ও রহমত। কিন্তু পার্থক্য এই যে মুসলমানের জন্য ইহকালেও পরকালে রহমত। এবং কাফেরের জন্য কেবলমাত্র ইহজগতে রহমত পর জগতে নহে। মুফাচ্ছীরে কেরাম লেখিয়াছেন ঃ

هورحمت للمؤمين ف الدارين وللكافرين ف الدنيا بتأخير العقوبة فيها–

(কিতাব মাদারেকুত্তানযিল ২৭৯পৃঃ হাসিয়ায়ে খাজেন।) অর্থাৎ হুজুর মুসলমানের জন্য উভয় কালে রহমত। এবং কাফেরের জন্য দুনিয়ার রহমত পরকালে নহে। প্রথম যোগের নবীগণের উম্মতগণ যখন নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, তখন তাহাদের উপর দুনিয়ায়ও আজাব হইত, কিন্তু আমাদের হুজুরের যোগে কিয়ামত পর্যন্ত কাফেরের উপর হইতে খোদা দুনিয়ার আজাব উঠাইয়া নিয়াছেন।

কেবলমাত্র হুজুর রহমতে আলমের খাতিরে। এই হেতু কোরআনে পাকে আসিয়াছে। কাফেরগণ নিজেই দোওয়া করিত।

اللهـــم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا
حجارة من السماء او ئتنا بعذاب عليم

অর্থ হে আল্লাহ যদি এই কোরআন তোমার পক্ষ হইতে সত্যই হয় তবে আমাদের উপর আকাশ হইতে পাথর বর্ষন কর। অথবা অন্য কোন কঠিন আজাব অবর্তীণ কর। দেখুন কাফেরগণ নিজেই আল্লাহর নিকট এই দরখাস্ত করিল। যে হে আল্লাহ যদি কোরআন ও ইসলাম সত্যই হইয়া থাকে এবং আমরা মিথ্যা হইয়া থাকি তবে, আমাদের উপর আকাশ হইতে পাথর বর্ষণ কর, তাহা না হয় অন্য কোন কঠিন আজাব অবতীর্ণ কর। কিন্তু কাফেরদের উপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রহমত আছে বলিয়াই আল্লাহ জওয়াব দেন। (৯ পার ১৮ রুকু)

ما كان الله ليعذبـــهم وانت فيهم

অর্থ-আল্লাহর কাজ নয় যে,কাফেরের উপর আজাব দেওয়া। হে দোস্ত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাহাদের মধ্যে আছেন, দেখুন, কাফেরগণ নিজেই দরখাস্ত করিয়াছিল আজাবের জন্য কিন্তু আল্লাহ পাক বলেন যে আমি কাফেরগণের উপর আজাব নাজিল করিব না। যেহেতু রহমতে আলম মুহাম্মদ মোস্তফা তাহাদের মধ্যে আছেন। বন্ধুগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রহমত এই দুনিয়ায় প্রত্যেক ভাল মন্দ মোমেনও কাফেরের জন্য আমভাবে আছে। মুসলমানের জন্য রহমতই রহমত। তিনি কাফেরের জন্যও রহমত। কেননা বৃষ্টি যখন হয় তখন ভাল মন্দ সকলের বাড়ীর জমিনেই হয়। আমাদের আকামাওলা রাউফ ও রাহিম হুজুরের রহমতের দ্বারা ইহ দুনিয়ায় উপকৃত হইয়াছেঃ

تجلی اس نے تجھکو مهلت دی کـــہ اس عالم مین هی
کافر ومر تد یـــہ بھـــی رحمت رسول الله کی

হে নজদী, ওহাবী ইহজগতে আল্লাহ তোমাগিদকে অবসর দিয়াছেন। কেননা কাফের ও মুরতাদের উপর ও রাসুলুল্লাহর রহমত আছে। আল্লাহর জলিলুল কদর পয়গাম্বর হযরত নূহ আলাইহিচ্ছালামের ঘটনা শুনুন। তিনি ৯৫০, সাড়ে ৯শত বৎসর ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। এই হেতু কোরআন পাকে আছে-

ولقد ارسلنا نوحا الى قومـــه فلبث فيهم الف سنته الا خمسين عاما

অর্থ নিশ্চয়ই আমি নূহকে তাঁহার কওমের মধ্যে পাঠাইলাম ৯৫০ বৎসর। ৫০কম হাজার বৎসর ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। দেখেছেন বন্ধুগণ হযরত নূহ আলাইহিচ্ছালাম ৯৫০, সাড়ে ৯শত বৎসর ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনির বয়স আরও বেশী ছিল কিন্তু এই দুনিয়ায় হাজার বৎসর বাঁচেন কিছুই না। নূহ আলাইহি চ্ছালামের নিকট যখন মালেকুল মওত হাজির হইল , তখন জিজ্ঞাসা করিল যে, এত দীর্ঘদিন বাঁচার পর এখন আপনার বিদায় হইতে হইল । এতদিন বসবাস করে আপনার জন্য কেমন ধারণা হইল ।

হযরত নূহ আলাইহিচ্ছালাম উত্তর দিলেন যে, একটি ঘরের এক দরজা দিয়া ঢুকিয়া অপর দরজা দিয়া বাহির হইয়াছি। বন্ধুগণ, আমাদের যে জীবনে পিছনে পরিয়াছে। মনে হয় যেন কিছুই না । হ্যাঁ ঈমান ও ইসলাম এমন একটি জিনিস, যাহা কিয়ামত পর্যন্ত থাকিবে। বন্ধুগণ এই অস্থায়ী দুনিয়ায় মগ্ন হইয়া পরকালকে ভুলিয়া যাওয়ার মত বেকুবি আর কি হইতে পারে। আফসুস আজকে আখেরাতের চিন্তা নাই । দুনিয়ার মহব্বতে এত মগ্ন হইয়াছে যে, পরকালের চিন্তাই নাই ।

ﻫﻠﮯ ديكها نے زهر بلائے قاتل دالين شوهر كش

كس مراد بسه تو للچايا دنيا ديكهى بهالى هى

দুনিয়ায় দেখাই মধু কিন্তু সুযোগ পাইলে বিষ খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দেয়। যাহারা অলস মানুষ তাঁহারা অলসতায় পড়িয়াছে ও সর্বনাস করিয়াছে। আলা হযরত (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলেনঃ

سونا جنکل سونا یاس هے سونا زهر هے اتـــهــه یائے
تو کهتا هی میـــتهی نیند هی تیری مت هی ذرالی هی

অর্থাৎ দেখ হে গাফেলগণ এই দুনিয়া একটি ভয়াবহ জঙ্গল। এবং জঙ্গলেই শুইতে হইবে। এবং তোমার নিকটে সর্প আছে। অর্থাৎ ঈমান আছে। ও জঙ্গলে ভয়ের কারণ আছে। তোমার নিদ্রা যাওযার চাইতে বেকুবী আর নাই। তোমার জাগ্রত থাকা দরকার। হে বন্ধুগণ দুনিয়ায় হুশিয়ার থাক, আল্লাহকে স্মরণ কর। খোদাকে ভুলিয়া যাওয়ার নামই নিদ্রায় যাওয়া। যে কোন ব্যক্তি আল্লাহকে ভুলিয়া গিয়াছে, সেই নিদ্রায় গিয়াছে। এবং ইহার নামই দুনিয়া এবং যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ রাখিয়াছেন এবং আহকামে শরিয়ত পালন করিয়াছে সে জাগ্রত আছে। অথচ সেই দিনদার। খোদাকে ভুলিয়া যাওয়ার নামই দুনিয়া।

جست دنیا از خداغافل بدن+نــے قمـــاش وتقره وفرزند وزن

ইসলাম এই কথা বলে না যে, তুমি ভাল খাইও না ভাল পড়িও না, টাকা পয়সা রোজগার করিওনা, হাওয়াই জাহাজে উঠিও না, আরাম করিওনা। হ্যাঁ আমি বলিতে ছিলাম যে, নূহ আলাইহিচ্ছালামের ধর্ম প্রচারের বয়স ৯৫০ছিল। দেখেছেন পূর্বের জামানার মানুষ কত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতেন। এবং বর্তমানে ৩০ বৎসর হইলে যেন জীবনের অর্ধ বয়স হইল। ১০০ বৎসরের কোন মানুষ বাঁচিয়া আছে বলিয়া শুনিলে আজকারের যুবকেরা বড়ুই আশ্চার্য্যান্বিত মনে করে। বহু মানুষ আছে অনর্থক মিথ্যা কথা বলে। যেমন কোন একজন লোকের বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছে, সে তাঁহার

৫০ বৎসরে বন্ধুর সঙ্গে বলে যে, আমার বয়স মাত্র ৩০ বৎসর হইয়াছে। চুল দাড়িত সর্দ্দি খাছে নানা রোগে পাকিয়া গিয়াছে। বন্ধুগণ, হ্যাঁ নূহ আলাইহিচ্ছালাম ৯৫০ বৎসর ধর্ম প্রচার করার পরেও কোন মানুষ ধর্মের পথে আসিল না। বরং বিপরতি হইল, কাজেই কোরআনে পাকে আছে

رب انى دعوت قومى ليلا ونهارا فلم يــزد هم دعائ الا فرارا

অর্থ আমি আমার কওমকে রাত্র দিন, তোমর দিকে ডাকিয়াছি কিন্তু আমার ডাকায় আরও বেশী ধর্ম হইতে দূরে সরিয়াছে। অবশেষে হযরত নূহ আলাইহিচ্ছাল্লাম বেদিনদের বিরুদ্ধে বদ দুওয়া করিলেনঃ

رب لاتذر على الارض من الكافرين ديارا

অর্থ হে আল্লাহ এই কাফেরগণকে জমিনে বাঁচাইয়া রাখিও না। ঘর-বাড়ীসহ সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দাও। তখন নূহ আলাইহিছছালামের দোয়া কবুল হইল। এবং তুফান ও বন্যা আসিয়া ডুবাইয়া মারিল। এখন আসুন বন্ধুগণ, রহমতে আলম মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আজ রহমত দেখুন। ময়দানে উহুদ্যে এক দিকে কাফের দাঁড়াইয়াছে, অপর দিকে হুজুর মুষ্টিমেয় ছাহাবী নিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কাফেরগণ তখন পাথর নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

ھرنے تے جھو لیون مین ان کی پتھر سنکبلري کو
نشانــہ دور سے کرنے لکے محبوب باري کو

ঐ পাথর নিক্ষেপে হুজুরের দাঁত মোবারক ভাঙ্গিয়া গেল। হুজুরের নূরানী মুখ মোবারক হইতে রক্ত মোবারক জারি হইল, ছাহাবায়ে কেরাম পেরেশান ও দুঃখিত হইয়া আজ করলেন ادع على المشــركين ইয়া রাছুলুল্লাহ এই মুশরেকদের জন্য বদ দোয়া করুন। হযরত নূহ আলাইহিচ্ছালাম ও কাফেরদের বিরুদ্ধে বদ

দোয়া করিয়া ছিলেন এবং কাফেরদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। তদ্রুপ আপনিও কাফেরদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করুন। হুজুর বলেন আচ্ছা হাত উঠাও আমিন বল আমি দোয়া করি। বন্ধুগণ, দেখুন হযরত নূহ আলাইহিচ্ছালাম হাত উঠানত এই দোয়া করেন। হে আল্লাহ কাফেরদিগকে ছাড়িওনা । এবং রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাত উঠান এবং এই দোয়া করেনঃ

کـــہ اے پرورد کا رامر زکار ان کومعاف دـــ

نـــہ کرانکـــی خطاؤں کا شما دان معاف دنـے

হে পরওয়ারদিগারে আলম তাহাদিগকে মাফ করিয়া দাও। এদের অপরাধকে ধরিওনা। মাফ কর ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আপনি তো এদের মাফের জন্য দোয় করিলেন, এদের জন্য গজবের দোয়া করুন ।

یـــہ سن کررحمت للعالمین نـــ ھنس کـے فرمایا

کـــہ میں اس دھر میں قہر وغضب بنکر نھیں ایا

এই কথা শুনিয়া হুজুর হাসিয়া বলিলেন, আমি এই দুনিয়ায় গজব হইয়া আসি নাই । মেশকাত শরীফ ৫১১পৃষ্ঠায় আছে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াচ্ছাল্লাম বলিয়াছেনঃ

انی لم ابعت لعانا وانما بـــعثت رحمة

অর্থঃ আমাকে অভিসম্পাত বানাইয়া পাঠানো হয় নাই, বরং রহমত বানাইয়া পাঠাইয়াছেন। মোছলেম শরীফের মধ্যে আছে হুজুর রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেহেরা মোবারক হইতে রক্ত মোবারক পড়িতেছিল। তিনি রক্ত মোবারক মুছিতে মুছিতে বলিলেন-

رب اغفر قومی فانھـــم لا یعلمون

(মুসলিম শরীফ)

হে আল্লাহ! তুমি তাহাদিগকে মাফ করিয়া দাও, তাঁহারা জানেনা যে আমি কে ? বন্ধুগণ, দরূদ শরীফ পাঠ করুন ঃ

الصلواة والسلام عليك يارحمة للعلمين

سلام اس پر کہ کمروالے بھی جسکو تنك کرتے تھی

سلام اس پر وطن والے بھی جسکے کوتے تھے

سلام اس پر کہ جسنی دشمنون کر بھی قیائن دین

سلام اس پر کہ جسنی کا لیان سنکے دعائین دین

سلام اس پر جو دشمن پر بھی رحم وفضل فرمائے

سلام اس پر کہ جسنی رحمتون کے بارش برسائے

বন্ধুগণ, দেখিয়াছেন, আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শত্রু এবং মিত্র-এর উপর কেমহন রহম করিয়াছেন। কেন করিবেন ? যেহেতু তিন رحمة للعالمين রাহমাতুললিল আলামিন এবং عالمين আলামিনের মধে যাহা কিছু আছে সম্পূর্ণ হুজুরের রহমতের দ্বারই উপকৃত হইয়াছে। ঐ সমস্ত আজাব গজব যাহা হুজুরের পূর্বের যুগে ছিল এখন দুনিয়া হইতে উঠিয়া গিয়াছে। হুজুর দুনিয়ায় আসার পূর্বে সমস্ত জগতে অভাব ছিল, ক্ষাদি শুকাইয়া গিয়াছিল, জমনি অনাবাদ হইয়াছিল। হুজুর রহমতে আলম দুনিয়ায় আসাতে কোরায়েশগণ দুর্ভিক্ষ হইতে মুক্তি পাইয়াছিল। গাছ-বৃক্ষ তরুলতা সতেজ হইল এবং চতুরদিকে বরকত নাজিল হইতে লাগিল। বৃক্ষের ফল আসিতে লাগিল। গরু ঘোড়া মহিষ শক্তিশালী হইয়া দুধ পরিমাণে বেশী দিতে লাগিল। আরববাসীগণ ঐ বৎসরের নাম রাখিয়াছির- سنة الفتح والابتحاج ছানাতুল ফাতাহওয়াল ইবতেহাজ।

مجیر خیر وبرکت کا ایا یہ سال+ ہوا جسکے انیسے عالم نہال

বন্ধুগণ, ঐ যে দুনিয়ার সমস্ত আপদ-বিপদ বালা-মছিবত দূর হইয়া গেল, রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায়

আসার বরকতে। খুব স্মরণ রাখিবেন, রহমতের কাজেই দুঃখকে দূর করা, যদি আপদে বিপদে, দুঃখে-মুছিবতে হুজুর কাজই না আসিবেন, যেমন বেয়াদবদের আকীদা তবে, আবার হুজুর রহমত কেমন করিয়া। বরং মুসলমানদের জন্য আকীদা রাখিতে হইবে, হুজুর দুঃখে কষ্টে আমাদিগকে রহমতও করেন বরং সমস্ত দুনিয়ার জন্য তিনি রহমতও دافع البلاء দাপেউল বালা হইয়া আসিয়াছেন। তিনি আমাদের দুঃখ কষ্ট দূর করতঃ শান্তি ও সুখ দান করেন। এইকথা কেবল আমারই নয় বরং আল্লাহ নিজেও বলিয়াছেন।

الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدو نه مكتوبا فى التورة والانجيل يأمروهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصراهم والاغلال التى كانت عليهم-

অর্থ যাহারা তাবেদারী করিবে ঐ রাসূলের, যিনি গায়েবী খবর দাতা আনপড়। তাঁহারা পাইবে তাহাদের নিকটে লিখিত অবস্থায় তাওরাত এবং ইঞ্জিল। নীতিসিদ্ধ কাজের আদেশ এবং বদ কাজের নিষেধ করিবেন। এবং হালাল করিবেন তাহাদের জন্য পবিত্র সমূহ এবং তাহাদের উপর যে ভারি বুঝা ও গলার তওফ ছিল উহা তিনি সরাইবেন। বন্ধুগণ, দেখুন উক্ত আয়াতে কারিমায় পরিষ্কার বুঝা গেল যে রাসুলে কারিম নবীয়ে আজিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যিঁনির আলোচনা তওরাত ও ইঞ্জিলে আছে। আদেশ নিষেধ ও আছে। এবং কষ্টের বুজাও তিনি উঠান। মছিবত হইতে বাঁচার। যেমন دافع البلاء দাফেউল বালা অর্থাৎ বালাকে দূর করণেওয়ালা। এখন বলুন কোরআন দ্বারা হুজুর দাফেউন বালা প্রমাণ হইল কিনা। তবে হুজুরকে দাফেউল বালা বলা শেরেক কেমন করিয়া হইবে। যেমন ওয়াহাবীগণ বলিয়া থাকে, আমাদের তো কোরআনের উপর ঈমান রাখিতে হইবে ঃ

يضع عنهم اصراهم والاغلال التى كانت عليهم

شافع امت نافع خلقت رافع رتبی بر ها تسے یه هین
دافع یعنی حافظ حامی دفع بلاء فرماتے یه هین
فیض جلیل خلیل سے پوجهو + اکے مین باغ کهلا تے یه هین

উপরে উল্লেখিত আয়াতের দ্বারা প্রমাণ হইল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদেশ করণে ওয়ালা এবং নিষেধ করণেওয়ালা কারণ তিনি শারেহ অর্থাৎ শরীয়তেন মূল। তিনি পাক জিনিস আমাদের জন্য হালাল করেন এবং না পাক জিনিস আমাদের জন্য হারাম করেন। যেমনি তিঁনির জবানই আমাদের জন্য শরিয়ত। তিঁনি যাহা বলিতেন তাহাই উম্মতের জন্য শরীয়ত হইত। কাজেই হাদিস শরিফে আসিয়াছে, হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, একবার হুজুর ওয়াজে মধ্যে বলিয়াছিলেন ঃ

ایــها الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا فقال رجل اکل عام یارسـول الله فسکت حتی قالها ثلثا فقال لوکنت نعم لوجبت ولــما استطعتم.

(কিতাব মেশকাত শরীফ ২১৩পৃঃ) অর্থ হে মানুষ তোমাদের উপর হজ্ব ফরজ করা হইয়াছে। কাজেই তোমরা হজ্ব কর । এক ব্যক্তি জিজ্ঞাস করিল, কি প্রত্যেক বৎসর ইয়ারাছুল্লাহ। তখন হুজুর চুপ রহিলেন। ঐ ব্যক্তি ৩ বারই ঐ প্রশ্ন করিল। হুজুর বলিলেন যদি আমি হ্যাঁ বলিতাম তবে প্রত্যেক বৎসর তোমাদের জন্য হজ্ব ফরজ হইয়া যাইত এবং তোমরা হজ্জ করিবার শক্তি রাখিতে না । বন্ধুগণ, এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণ হইল যে হুজুর যদি বলিয়া দিতেন হ্যা তবে আমাদের জন্য প্রত্যেক বৎসর হজ্ব ফরজ হইয়া যাইত। যেহেতু হুজুরের কথাই আমাদের জন্য শরীয়ত। কেননা হুজুরের মুখে যে কথা বাহির হয়, তাহা আল্লাহ পাকের মর্জি অনুযায়ী বাহির হয়। কাজেই কোরআন পাকে আছে-

ماینطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی ২৭পারা ৫ম রুকু। অর্থ তিনি নিজের কাহেশে অর্থাৎ ইচ্ছায় কোন কথাই বলিতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ওহি না হইত। জানা গেল হুজুর যে কাজে বাধা দেন, ঐ কাজে আল্লাহ নারাজ। এবং যে কাজের হুজুর আদেশ দেন ঐ কাজে আল্লাহ খুশী।

جناب مصطفی ھوں جس سے ناخوش

نہیں ممکن کہ ھواسے خدا خوش

پسند حق تعالی تیری ھربات

ترئے انداز خوش تیری ادا خوش

হ্যাঁ আমি লেখিতেছিলাম আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রহমত। এবং রহমতের কাজ জখমতকে দূর করা, কাজেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির যখমতকে দূর করিয়াছেন। এই কারণেই ছাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম মছিবতের সময় হুজুরের দরবারে হাজির হইতেন। কাজেই হযরত হাবিব হবনে ফেদয়াক রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতা ৮০ বৎসরের বুড়ো এবং একে বারেই অন্ধ ছিলেন। হাদিসে আছে-

ان اباہ خرج بہ الی رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم

একদিন হাবিব ইবনে ফেদয়াকের পিতা নিজ ছেলের সঙ্গে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। এবং অন্ধ দুইটি চক্ষু দেখাইলেন। হুজুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? তখন হাবিবের (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) পিতা জওয়াব দিলেন। হুজুর আমার চক্ষু ভাল ছিল, কিন্তু এক দিন একটি সর্পের ডিমের উপর আমার পা পড়িয়া ছিল। ঐ দিন হইতে আমার ঐ চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল।

فنفث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فابصر وھو یدخل الخیط فی الابرہ

(কিতাব হুজ্জাতুল্লাহে-৪২৪ পৃঃ) তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থুথু মোবারক তাঁহার চক্ষুতে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে লাগিল এবং চক্ষুর জ্যোতি এত বৃদ্ধি হইল যে, তিনি সূচের ছিদ্রতে ঢালিতে পারিতেন। দেখেছেন বন্ধুগণ, সাহাবায়ে কেরামগণ মছিবতের সময় হুজুরের খেদমত হাজির হইতেন। ইহাও দেখুন হুজুর এই কথা বলিতেন না যে, আমার নিকট আসিয়াছ কেন ? আল্লাহর নিকট যাহা কিছু চাইবার চাও। বরং ছাহাবায়ে কেরামের তো ঈমান ছিল যে হুজুর রহম করিবেন, হুজুরও রহম করিতেন, কেননা তিনি সৃষ্টির রহমত।

بخدا خدا کا یہین ھے درھین اور کو ئی مفر مقر

جووھان سے ھو یہیں اکے ھو جوا یہان ھین تووھان ھین

আরও দেখুন হযরত হারেছ ইবনে আউছ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর এক যুদ্ধে মাথা এবং পায়ের মধ্যে বহু বড় বড় যখম হইয়াছিল। হাদিস

فاحتملوه فجلوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم

ছাহাবায়ে কেরাম তাহাকে ধরিয়া হুজুরের দরবারে হাজির করিলেন। হুজুর রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম - فتفل على جرحه فلم يؤذه হুজুর হারেছের যখমে থুথু দিলেন, তখনই তিনি ভাল হইলেন। (কিতাব ঐ ৪৮২ পৃঃ) হযরত বরাহ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আতিক (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ছাদের উপর হইতে পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়া ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আতিক বলেন- فحدثت النبى صلى الله عليه وسلم আমি আমার কষ্ট হুজুরের নিকট পেশ করিলাম।

فقال ابسط رجلك فبسطتها فسمحا فكا نما لم اشكى قط

হুজুর বলিলেন, পা বিছাও, আমি পা বিছাইলাম। তখন হুজুর রহমতের হাত দিয়া আমার পা স্পর্শ করিয়াছিলেন। তখন আমার পা এত ভাল হইল যে, যেন কোন সময় আমার পা ভাঙ্গেই নাই। বন্ধুগণ, এই ধরনের শত শত ঘটনা আছে। যাহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে ছাহাবায়ে কেরামগণ মছিবতের সময় হুজুরের দরবারে আসিতেন, কেন আসিবেন না। এই দরবারই রহমতের দরবার। এই দরবারে আসিলে দুঃখ দরদ দূর হয়। কাজেই ছাহেবে কাছিদায়ে বুরিদা শরীফের লিখা আছে-

يااكرم الخلق مالى من الوذبه

سواك عند حلول الحادث العمم-

অর্থ হে সৃষ্টির সম্মানী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমি মছিবতের সময় আপনি ভিন্ন আর কার নিকটে আশ্রয় নিব। অর্থাৎ মছিবত দূর করার জন্য আপনিই একমাত্র আশ্রয় দাতা। বন্ধুগণ, হযরত ইমাম কাছতালানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বহু বড় ইমাম এবং মুহাদ্দেছ ছিলেন। বোখারী শরীফের সারেহ অর্থাৎ সেরা লেখনেওয়ালা। তিনির নিজের লিখিত কিতাব মাওয়া হেবলা দুনিয়ার মধ্যে নিজের একটি বিমারের কথা আলোচনা করিয়াছেন। আমার একটি এমন বিমার হইল যে, বহু বহু ডাক্তার হেকিম চিকিৎসা করিয়া জওয়াব দিল যে আমাদের দ্বারা আর চিকিৎসা হইবেনা। তিনি নিজেও চিকিৎসা হইতে বিরত হইলেন। ইমাম কাছতালানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলেন যে, জমাদিউল আওয়াল চাঁদের ২৮তারিখ দিবাগত রাত্রে ৮৩৯হিজরী সনে আমি মক্কা মুওয়াজ্জামায হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম এবং হুজুরের নিকট সাহায্য চাহিলাম। ইমাম সাহেবের এবারত এই যে-

فاستغيث به صلى الله عليه وسلم ليلة الثامن والعشرين من جمادى الاولى سنة ثلاث وتسعين وثمان مائة بمكة زادها الله شوقا–

অর্থ আমি ঐ বিমার অবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট সাহায্য চাহিলাম। জমাদিউল আওয়াল ৮৯৩ হিজরী ২৮তারিখ রাত্রে মক্কা মুয়াজ্জামাতে। দেখুন, বর্ণিত ইমাম সাহেব ৩০০ মাইল দূরে মক্কা মুয়াজ্জামায় বসিয়া হুজুরের নিকট সাহায্য চাহিতেছেন। এবং বিমার হইতে বাঁচিবার জন্য দরখাস্ত করিতেছেন-

فریادا مئی جو کرئے حال زار کی
ممکن ہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو

ইমাম সাহেব বলেন আমি যখন দরখাস্ত করিলাম।

فبينا انا نائم اذاجاء رجل معه قرطاس يكتب فيه هذا دواد داء احمد بن القسطلانى من الحضرة بعد الاذن الشرف

অর্থ আমি নিদ্রায় ছিলাম এক ব্যক্তি একটি কাগজের টুকরা নিয়া আসিল। উহাতে লেখা ছিল যে, ইহা আহাম্মদ ইবনে কাছতালানীর বিমারের ঔষধ হুজুরের দরবার হইতে হুজুরের এজাজতের পর। উল্লেখিত ইমাম সাহেব বলেনঃ

ثم استيقظت فلم اجد بى والله شيئا مما كنت اجده وحصل الشفاء بركة النبى صلى الله عليه وسلم .

যখন আমি জাগ্রত হইলাম আল্লাহর কছম দিয়া বলি আমার যে বিমার ছিল ঐ বিমার বারেই করেই নাই। এবং হুজুরের বরকতে আমি ভাল হইয়াছি। (কিতাব মাওয়াহেব লাদুনীয়া ২য় খন্ড ৩৯২পৃঃ) বন্ধুগণ ১৯৪১সনের ঘটনা ইহা। তদ্রুপ, আমার একবন্ধুর ঘটনা । তিনির বাড়ী পাঞ্জাবে নাম আল্লামা বশির আহমাদ। উপাধী সেরে পাঞ্জাব। তিনির পিতা আল্লামা ফকিহে আযম (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কালেরা বিমার হইয়াছিল। ২টি

পা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল । দাঁড়ানো তো দূরের কথা বসাই কঠিন ছিল। শিয়ালকোট হইতে একজন বাঙ্গালী ডাক্তার আনিয়া ব্যবস্থা করাইলে বাঙ্গালী ডাক্তার বলিল। এই বিমার ভাল হইবার মত নয়। তবে আমি চিকিৎসা করিয়া দেখী। ডাক্তার দুর্বলতার সঙ্গে চিকিৎসা আরম্ভ করিল । বিমারী ব্যক্তি বড়ই আশেকে রাসুল ছিলেন। হঠাৎ একদিন রাত্রে স্বপ্নে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনির পুত্র আল্লামা বশির আহাম্মদ সেরে পাঞ্জাব সাহেব নিকটে বসা ছিলেন। তিনি নিদ্রা হইতে জাগিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা তুমি কিছু দেখিয়াছ তিনি বলিলেন না । কেবল শুধু মাত্র আপনাকে নিদ্রায় কাদিতে দেখিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন, বাবা এই মাত্র রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসিয়া বলিলেন উঠ। আমি এখন অন্য বিমারী দেখিবার জন্য যাইতেছি। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন তখন তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া গেলেন, একে বারেই যেন তিনির বিমার নাই বলিয়া বিবেচনা হইল। তখন চতুরদিক হইতে মানুষ দলে দলে হিন্দু ও মুসলমান আসিয়া দেখিতে লাগিল এবং সকলেই অবাক হইয়া গেল । কিছু দিন পর তিনি একটি বিরাট সভা করিলেন। উক্ত সভায় হাজার হাজার লোক হইল। বহু আলেম ওয়াজ করিলেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে দাফেউল বালা অর্থাৎ বালাকে দূর করনেওয়ালা এ বিষয়ে ওয়াজ করিলেন। যিনি বিমারী ছিলেন তিনি ও দাঁড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লোকের সামনে স্বপ্নের কথা প্রকাশ করিলেন। যাহারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে দাফেউল বালা-বলিয়া মানিত না তাঁহারাও ঈমান আনিল। এই মর্মে আলা হযরত বলেনঃ

دوری نوین تراتے ہے ھین + ھلتی نوین جماتے یہ ھین

ডোবা নৌকা ভাসায় তিনি, নাড়াছাড়া করে নৌকা থামায় তিনি। দরূদ শরীফ পাঠ করুনঃ

الصلواة والسلام عليك يادافع البلاء

الصلواة والسلام عليك يادافع البلاء

মাওলানা রুমী (রাহঃ) মসনবী শরীফে আরবের এক পিপাসিত কাফেলার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। কেমন করিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিপদের সময় উম্মতকে রহম করেন। রুমী (রাহঃ) বলেন, আরবের এক বিরাট ময়দানের মধ্যে এক বিরাট কাফেলা। তাহাদের সঙ্গে ছোট বড় সকলেই ছিল। এবং বহু জানোয়ারও ছিল। পানির পিপাসায় সকলেই মরণাপন্ন অবস্থায় ছিল, আরবের ময়দানে পানির বড়ই অভাব। কাফেলার সঙ্গে পানি ছিল না। পানির অভাবে তাঁহারা বড়ই বিপদে পড়িয়াছিল। প্রায় মরণ ঘনাইয়া ছিল। মাওলানা রুমী বলেনঃ

درمیان ان بیا بان ماندئی + کاروانـے مرك برخود خواندئی

অর্থাৎ- ঐ কাফেলা পানির পিপাসায় মউতকে দাওয়াত দিতেছিল

اشتران شان رازبان اوبخته + خلق اندرریك هر سور یخته

অর্থ-এবং পানির পিপাসায় তাদের উটগুলির জিহবা, মুখ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। এবং চতুরদিকে মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ পানির পিপাসায় মরু ভূমিতে গড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ناکہا نـــ ان مغیث هردوکـــون+مصطفی ا پیدا شـــده ازبهر عون

তখন আচানক ঐ লোকজনের সাহায্যের জন্য দুজাহানের প্রার্থনা শ্রবণকারী, আক্কা মাওলা, রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনিলেন। বন্ধুগণ, এই স্থানে আমার একটি কথা, মাওলানা রুমী সাহেব হুজুর দুজাহানের প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শ্রবণকারী বলিয়াছেন। ওহাবীগণ কি মাওলানা রুমী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কে মুশরেক বলিতে পারেন? বন্ধুগণ, হুজুর

রহমতে আলম নিজেই দুজাহানের প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শ্রবণকারী। হুজুর আল্লাহর রহমত এবং আল্লাহর রহমত যদি বিপদের সময় কাজে না আসে তবে রহমত কি করিয়া হইলেন। বন্ধুগণ, হুজুর আল্লাহর রহমত দুজাহানের প্রার্থনা শুনেন-ইহাই আমাদের ঈমান। বন্ধুগণ ঐ কাফেলা যাহারা পানির পিপাসায় মরণাপন্ন ছিল তখন তাঁহারা শুকরিয়া আদায় করিতে লাগিল যে, আমাদের সাহায্যের জন্য রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসিয়াছেন।

رحمتش امد کفت هین زد ترود ید+ جند یارئــ سوئــ ان کیشان روید

الصلواة والسلام عليك يارحمة للعالمين

কাফেলার এই অবস্থা দেখিয়া হুজুরের রহমত আসিল এবং বলিলেন যে তোমরা কতক মানুষ এ টিলার দিকে যাও ঃ

کــه سیا هــے برشتر مشك اورد+ سوئــ میر خو برودی میرود

তখন টিলার ঐ পার্শ্বে কালা রঙ্গের এক হাবশি গোলাম উটের উপর করিয়া একটি পানির মশক নিয়া আসিতেছে এবংতাঁহার মনিবের দিকে যাইতেছে।

ان شتر بان سیه دا باشتر + سوئــ من ارید بافرمان مر

তখন হুজুর বলিলেন ঐ হাবশিকে উট সহ নিয়া আস। যদি খুশীতে আসে তবে ভাল, তাহা না হইলে ধরিয়া নিয়া আস। এই হেতু কতেক মানুষ টিলার ঐ পার্শ্বে গিয়া দেখিল, সত্যই একটি হাবশি গোলাম মশক দিয়া পানি উটের উপর করিয়া নিয় যাইতেছে।

پس به وکفتند ــ خوانه ترا+این طرف فخر البشر الورای

তাঁহারা ঐ হাসিকে বলিল যে, তোমাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ডাকিয়াছেন।

کفت من نشنا سم اورا کیست او+کفت او ان ماه روئــ خنده خو

হাবশি বলিল আমি জানিনা সে কে? তখন তাঁহারা বলি তিঁনি হুজুর চাঁদের মত চেহারা এবং মিষ্ট ব্যবহার তাঁর ।

نوعها تعريف كردندش ندشكه هست+ كفت مانا او مكراو ساحراست

ছাহাবায়ে কেরাম হুজুরের বহু বহু প্রশংসা করিল । কিন্তু ঐ গোলাম বলিল যে, হইতে পারে সে একজন যাদুকর। যাহার আলোচনা হইতেছে। আমি তাঁহার নিকটে যাব না। ছাহাবয়ে কেরাম তাহাকে ধরিয়া জবর দস্তি করিয়া হুজুরের দরবারে হাজির করিলেন। হুজুর হাবশিকে বহু সান্ত্বনা দিলেন যে, তুমি ভয় করিওনা । তোমাকে কোন কষ্ট দেওয়া হইবেনা। তোমার পানিও একেবারে ছিনান হইবেনা। তুমি মশক আমার হাওয়ালা কর । হাবশি হইতে ঐ মশক আনিয়া হুজুর রহমতের হাত ঐ মশকে রাখিলেন। এবং কাফেলার লোক জনকে বলিলেন যে এখন তোমরা পানি পান কর এবং পিপাসা মিঠাও। জানোওয়ারগুলিকে পানি পান করাও এবং সমস্ত বরতনগুলিতে পানি ভরিয়া রাখ। যেন রাস্তায় কাজে আসে।

جملة رااز مشك او سيرب كرد+ شتران وهر كسى زان اب خورد

অর্থাৎ-হুজুর ঐ অল্প পানি সকলকেই শান্তি মতো পান করাইলেন। মানুষ এবং উটগুলি শান্তি মতো তৃপ্তির সহিত পানি পান করিল। এবং মশক পূর্বের মত পূর্ণই ছিল। হাবশি এই মুজেজা দেখিয়া হয়রান হইল ও আফসুস করিতে লাগিল।

مصطفى دست مبارك بورخش + ان زمان ماليد كردا اورا ورخش

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নূরের হাত মোবারক তাঁহার চেহারায় মুছিলেনঃ তৎক্ষণাৎ ঐ কালো রঙ্গের হাবশি সুন্দর সাদা রঙ্গের হইয়া গেল। এবং নূরের মতো চমকিতে লাগিল।

شد سفيد ان زنكى زدائد حبش+
همجوبد روروز ورشن شدسبش

ঐ হাবশি গোলাম পূর্ণিমার চাঁদের মতো হইয়া গেল। এবং তাঁহার রাত্র দিন হইয়া গেল। তখন ঐ হাবশি মুসলমান হইল। এবং হুজুরের আদেশ নিয়া তাঁহার মালিকের নিকট পৌছিল। মালিক তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল ঃ তুমি কে ? হাবশি উত্তর দিল ঃ আমি আপনার গোলাম। ইহা শুনিয়া মালিক অবাক হইয়া বলিলেনঃ তুমি মিথ্যা বলিতেছি। আমার গোলাম তো কাল রঙ্গের হাবশি। উত্তর করিলঃ কিন্তু আমি ঐ মহাপুরুষের নিকট হইতে আসিয়াছি, যিঁনি সমস্ত আলমকে তাঁহার নূরের দ্বারা রাঙ্গাইয়াছেন। তখন গোলাম তাঁহার মালিককে সমস্ত ঘটনা শুনাইল। মালিক এই ঘটনা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ মুসলমান হইয়া গেল। বন্ধুগণ, আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামرحمة للعالمين রাহমাতুল্লিল আলামিন। এবং আলামিন এর মধ্যে জানোওয়ার সমূহ ও সামিল আছে। কাজেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জানোওয়ারের জন্যেও রহমত। যেহেতু কুতুবে হাদিসের মধ্যে এক হরিণীর কথা লিখিত আছে; তিবরাণী শরীফের হাদিস। একটি হরিণীকে এক শিকারী জালে আবদ্ধ করিয়াছিল। এবং হুজুর রহমতে আলমও সেই জঙ্গলে আসিয়া পৌছিলেন। হরিণী হুজুরকে দেখিয়া ডাকিতে লাগিল-

اذا مناد ينا ديه يارسول الله

অর্থ-কোন ডাকনেওয়ালা হুজুরকে ডাকিল এবং বলিতে লাগিল, ইয়া রাসুল্লাহ। হুজুর নজর করিয়া দেখিতে পাইলেন, একটি হরিণী জারে আবদ্ধ এবং সে-ই ডাকিতেছে। হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন আমাকে ডাকিতেছ ? হরিণী উত্তর করিল ঃ

ادن منى يارسول الله

হুজুর আমার দিকে তশরীফ আনুন। তখন হুজুর রহমতে আলম, তশরীফ নিলেন, অগ্রসর হইলেন। এবং বলিলেন ما حـ

جـــك তোমার কি দরকার? হরিণী আরজ করিল, হুজুর আমার ২টি বাচ্চা আছে, আমি বাচ্চাদের দুধ খাওয়াইতে যাইতে ছিলাম। কিন্তু এক্ষণে এই জারে আবদ্ধ হইয়াছি। হুজুর আমার বাচ্চা দুটি রাস্তার দিকে চাহিয়া আছে। আপনি রহমতে আলম এবং আমি বিপদ গ্রস্থ; আমাকে রহম করেন এবং অল্প সময়ের জন্য আপনি জামিন হইয়া আমাকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দেন। যেন আমি বাচ্চাদিগকে দুধ পান করাইয়া আসিতে পারি। হুজুর! আমি বাচ্চাদের দুধ পান করাইয়া আবার আসিব। হুজুর বলিলেন, আচ্ছা যাও, বাচ্চাদের দুধ পানকরাইয়া জলদি করিয়া আসিও। হরিণী আরজ করিল, আচ্চা ওয়াদা দিলাম। এই বলিয়া হরিণী চলিয়া গেল, হাদিসের এবারতঃ

فذهبت فارضعت خشفيها ثم رجعت

হরিণী চলিয়া গেল এবং বাচ্চাদিগকে দুধ পান করাইয়া শ্রীঘ্রই ফিরিয়া আসিল। শিকারী এই মুজেজা দেখিয়া আশ্চার্যান্নিত হইয়া গেল। হুজুর বলিলেন, এই হরিণীকে ছাড়িয়া দাও। শিকারী হরিণীকে ছাড়িয়া দিল।

فخرجت تعده وهى تقول اشهدان لا اله الا الله وانت رسول الله

তখন হরিণী দৌড়িয়া যাইতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল।

এই রেওয়ায়াত নূজহাতুল মাজালিস নামীয় কিতাবের তৃতীয় খন্ডে ৪৯১ পৃষ্ঠায় আছে। এক বুজুর্গ বলিয়াছেন আমি মদীনার জিয়ারতকালে হঠাৎ দেখিলাম এক হরিণী কোথা হইতে আসিয়া হুজুরের রওজা শরীফের দিকে মাথা লুকাইয়া দিয়াছে যেন, হুজুরকে ছালাম করিয়াছে। যাইবার সময় পিঠ পেছনের দিকে রাখিয়া উলটা পায়ে চলিয়া গেল; পিঠ রওজার দিক হইতে দিল না। ঐ বুজুর্গ বলিয়াছেন; নিশ্চয়ই এই হরিণী ঐ হরিণীর আওলাদ

হইবে। বন্ধুগণ, এই পশুর আদব ছিল আর বর্তমানে প্রমাণ পাই যে, নজদের ওহাবী পুলিশরা রওজা শরীফে পিঠ লাগাইয়া হেলান দিয়া সারাদিন বসিয়া থাকে। আল্লাহ্ হেদায়েত করুন।

বন্ধুগণ,এক উটের কিসসা শুনুন-হাদিছ শরীফের মধ্যে আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক আনসারীর বাগানে তশরীফ নিয়াছিলেন। ঐ বাগানে উট ছিল, ঐ উট হুজুরকে দেখিয়া ফরিয়াদী হইয়া হুজুরের খেদমতে হাজির হইল। হাদিসে আছে যে, এ উটের চক্ষু হইতে পানি বাহির হইতে লাগিল। এবং কাঁদিতে কাঁদিতে হুজুরের নিকট ফরিয়াদ করিল। হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, এই উটের মালিক কে? তখন এক যুবক উত্তর করিল হুজুর আমি। তখন হুজুর বলিলেন, তুমি এই জানোয়ায়ারের বিষয় আল্লাহ কে ভয় করনা ? فانه شكاالى تجيعة এই উট আমার নিকট বিচার দিয়াছে যে, তুমি তাহাকে ভুখা রাখ, খাইতে দেওনা (কিতাব হুজ্জাতুল্লাহ ৪৫৮পৃঃ।) হযরত ইবনে মাছউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি এক সফরে হুজুরের সঙ্গে ছিলাম। একটি বৃক্ষের নীচে দিয়া যাইবার সময় ঐ বৃক্ষে ২টি পাখির বাচ্চা ছিল আমি ধরিয়া নিয়া আসিলাম। ঐ বাচ্চাদের মা (পাখি) উড়িয়া আসিয়া হুজুরের সম্মুখে পড়িল এবং নালিশ করিল ।

হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার বাচ্চাকে কে আনিয়াছ? আমি আরজ করিলাম ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি আনিয়াছি । হুজুর বলিলেন, যাও বাচ্চাদিগকে তাদের জায়গায় রাখিয়া আস। (কিতাব হুজ্জাতুল্লাহ ৪৬৪পৃঃ।) দেখেছেন, বন্ধুগণ, পাখিও রহমতে আলমের দরবারে আসিয়া দুঃখ-দরদ শুনাইত এবং শান্তি পাইত। আলা হযরত বলেন-

هاں يهيں كرتى هيں جريا فرياد
هاں يهيں جاهتـــى هـــ هرنى اولاد

বন্ধুগণ!আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রহমতে আলম হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষাও রহমতের ছিল। তিনি আল্লাহর সৃষ্টির উপর রহমত করিবার জন্য তাগিদ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন-

لايرحم الله من لايرحم الناس مشكواة شريف

অর্থ- যাহারা মানুষের উপর রহমত করে না আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে রহমত করিবেন না।

كرو مهر بانى تم اهل زمين پر
خدا مهر بان هوكا عرش برين پر

বন্ধুগণ, হুজুরের ঐ রহমতের শিক্ষায় বুজুর্গানে দিন কেবল মানুষের তাহা নয় বরং জানোয়ারের উপরও রহম করিয়া দেখাইয়াছেন। যথা শাহ অলীউল্লাহ্ সাহেবের পিতা শাহ্ আবদুর রহীম সাহেব (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) একবার কুকুরের বাচ্চা নর্দমায় পড়িয়া ঠান্ডায়, মরণাপন্ন হইতে দেখিয়া ইহাকে তুলিয়া নিকটস্থ এক হাম্মাম খানায় নিয়া গোসল দিলেন। অতঃপর এক গরম জায়গায় ইহাকে রাখিয়া দিলেন। একদা শাহ্ আবদুর রাহীম সাহেব কোথাও যাইতেছিলেন। রাস্তায় একটি বাঁশের সাঁকু, দুই পার্শে নদ্দর্মা। কোন রকমে এক জন মানুষ যাইতে পারে। তিনি সাঁকুর মাঝামাঝি পৌছিলে এমন সময়ে একটি কুকুরেও আসিয়া পৌছিল । শাহ্ সাহেব বলেন হে কুকুর তুমি নামিয়া যাও। কারণ তোমার পাক পবিত্রা ও নামাজ পড়িতে হইবে না। আমার পাক পবিত্র থাকিতে হয়, নামাজ পড়িতে হয়। তখন কুকুর উত্তর করিল আফসুস। আকজকালকার দরবেশের মধ্যে তাকাব্বুরী পাওয়া যায়। হে দরবেশ সাহেব আপনি নিজেকে ভাল জানিয়াছেন এবং আমাকে খারাপ জানিয়াছেন। হে দরবেশ আপনার শরীরের যদি নাপক লাগে তবে এক ঘটী পানি দ্বারা ধৌত করিলেই পাক হইবে।

এবং আমি যদি নামিয়া যাই তবে আপনার মধ্যে তাকাব্বুরী আসিবে ৭০০ সমুদ্রের পানি দিয়া ধুইলে ও সাফ হইবে না। তখন ঐ শাহ্ আবদুর রহীম সাহেব নর্দ্দমায় নামিয়া পড়িলেন এবং কুকুর চলিয়া গেল। বন্ধুগণ, দেখিয়াছেন বুজুর্গানে দীন কেমন ভাবে কুকুরের উপর রহম করিয়াছেন। কোন শিক্ষিত, মুর্খ লোক প্রশ্ন করিতে পারে, কুকুর আবার কথা বলে কিরূপে? শুনুন, আপনার গ্রামোফোনে সুইচ লাগাইলে কাঠের বাক্স হইতে যদি কথা বাহির হইতে পারে, তবে আল্লাহওয়াগণের সঙ্গে কুকুর কথা বলিতে পারিবেনা কেন ? ইহাই তো অলীউল্লাহ্ গণের কেরামত।

شنیدم کہ مردان راہ خدا + دل دشمنان ہم نکردند تنگے

تراکہ میسر شود این مقام+ کہ باد وستانت خلاف است وجنگ-

বন্ধুগণ, কিতাব লিখার উদ্দেশ্য একমাত্র এই যে, ইহা পাঠ করিয়া সর্বসাধারণ তাদের ঈমান মজবুত করিবে এবং হুজুরকে নিজের চেয়েও বেশী ভালবাসিবে। তৎসঙ্গে আমি গোনাহ গারের গোনাহর কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। বন্ধুগণ, আমাকে দোয়ায়ে মাগফেরাতের সঙ্গে স্মরণ করিবেন। যেন খাতেমা বিল খায়ের হয়। উভয় কালে হুজুরের গোলাম হিসাবে গন্য হইতে পারি। হে সুন্নী মুসলমান গণ কোথায়ও ভুল দৃষ্ট হইলে আমাকে জানাইয়া দিবেন। পুনঃ মুদ্রণে সংশোধন করিয়া দিব। এই পুস্তুকখানা আমার অনুমতি ভিন্ন নকল করিলে, আইনত অপরাধী হইতে হইবে। আরজ ইতি

মাওলানা আকবর আলী রেজভী
সুন্নীয় আল ক্বাদরী
সতরশীর, নেত্রকোণা।

باخدا جسم مین جب تک میری جان رهے

تجهیه یه صدقے ترکے محبوب کے قربان رهے

کجهے رهے یانه رهے یریه دعا هے که امیر

نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رهے

(امین یارب العالمین)

দরূদ শরীফ ঃ

আছ্ছালাতু আছ্ ছালামু আলাইকা

ইয়া নূরাল্লাহ

আছ্ ছালাতু আছ্ছালাম আলাইকা

ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন

বাংলা-

আমার দরূদ ও ছালাম

লও হে আল্লাহর নূর

মোহাম্মদ রাসূল।